Islami Ain O Bichar
Vol. 19, Issue: 74-75
April-June, July-September 2023

ISSN:1813-0372, E-ISSN:2518-9530
submission: 2023-06-05
Published: 2023-09-09

DOI: http://dx.doi.org/10.58666/iab.v19i74-75.248

Islamic Finance as a Unique Approach to Human Welfare and Sustainable Development : A Review

Mohammad Nuruddin Kaosar*

ABSTRACT

The global economy has a great contribution as the driving force of human civilization. Currently, there are four main types of economic systems in the world. For example, Islamic economy, Capitalist economy, Socialist economy and Mixed economy. Islamic economy stands in contrast to the conventional economy systems and has presented most effective methods and strategies for the welfare and sustainable development of humankind in the light of the guidance of the Qur'an and Sunnah. In this article, the multifaceted guidelines of Islamic economy for human welfare and sustainable development have been presented in a descriptive and analytical manner. This paper evidently demonstrates that in Islamic economy, the needs of people are prioritized and addressed and thus a continuous stream of welfare flows. Moreover, the author has also endeavored to discuss other vital aspects of Islamic economy namely, Zakat and Ushr, Qard-al-Hasanh, implementation of inheritance law and establishment of Bayt al-mal etc. Due to the proper implementation of these aspects, as the study argues and demonstrates, the financial system gains momentum and sustainable development is accelerated.

Keywords: Islamic Finance, Maqāṣid-al-Sharī'ah; Human Welfare; Development; Buying and Selling.

ইসলামী অর্থব্যবস্থা মানবকল্যাণ ও টেকসই উন্নয়নের অনন্য পদ্ধতি একটি পর্যালোচনা

সারসংক্ষেপ

মানব সভ্যতার চালিকাশক্তি হিসেবে বিশ্বব্যাপী অর্থনীতির ব্যাপক অবদান রয়েছে। বর্তমানে পৃথিবীতে প্রধানত চার ধরনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রচলিত রয়েছে যেমন, ইসলামী অর্থব্যবস্থা, পুঁজিবাদী বা ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা, সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা এবং মিশ্র অর্থব্যবস্থা। ইসলামী অর্থব্যবস্থা প্রচলিত অর্থ ব্যবস্থাগুলোর বিপরীতে দাঁড়িয়ে কুরআন-সুন্নাহর নির্দেশনার আলোকে মানবজাতির জন্য কল্যাণকর ও টেকসই উন্নয়নের চূড়ান্ত পদ্ধতি ও কর্মকৌশল উপস্থাপন করেছে। অত্র প্রবন্ধে মানবকল্যাণ ও টেকসই উন্নয়নে ইসলামী অর্থব্যবস্থার বহুমুখী নির্দেশনাসমূহ বর্ণনা ও বিশ্লেষণ পদ্ধতিতে তুলে ধরা হয়েছে। যা থেকে প্রমাণিত হয়েছে, ইসলামী অর্থব্যবস্থায় মানুষের প্রয়োজনগুলো ক্রমানুসারে প্রাধান্য দিয়ে এর সমাধান করা হয় বলে ব্যাপকহারে কল্যাণের অবিরত ধারা প্রবাহিত হয়। তাছাড়া ইসলামী অর্থব্যবস্থার অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোও এখানে প্রতিষ্ঠার প্রয়াস চালানো হয়। যেমন, যাকাত ও উশর, করযে হাসানা, মিরাসী আইনের বাস্তবায়ন ও বায়তুলমালের প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি। এর ফলে অর্থব্যবস্থা গতিশীলতা অর্জন করে ও টেকসই উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয়।

মূলশব্দ: ইসলামী অর্থব্যবস্থা; মাকাসিদুশ শরীয়াহ; মানবকল্যাণ; উন্নয়ন; ক্রয়-বিক্রয়।

* Dr. Mohammad Nuruddin Kaosar is a Senior Principal Officer, Islami Bank Bangladesh PLC. He can be reached at: kaosarnuruddin@gmail.com

ভূমিকা

অর্থনীতি মানব সভ্যতাকে নানাভাবে কল্যাণের বিচিত্র রূপ উপহার দিয়েছে। কিন্তু সভ্যতার বিবর্তনের কল্যাণকর দিক মানবজাতি তেমন একটা প্রত্যক্ষ করেনি। অর্থনীতির এ ব্যর্থতায় মানুষ প্রকৃত কল্যাণকর অর্থব্যবস্থার জন্য বিস্তর গবেষণা চালিয়ে যখন ক্লান্ত, ঠিক তখনি বিংশ শতকের গোড়ার দিকে আধুনিক ইসলামী অর্থব্যবস্থার সূত্রপাত ঘটে এবং ক্রমে তা গতিশীলরূপ ধারণ করে। ইসলামী অর্থব্যবস্থায় কল্যাণের মৌল ভিত্তি হলো মানবতার চিরন্তন মূল্যবোধ। যা একটি বিশ্বজনীন পদ্ধতির মাধ্যমে গোটা মানবজাতির অখণ্ড কল্যাণের নিয়ামক হিসেবে কাজ করে। অর্থনৈতিক সুবিচার, সামাজিক ন্যায়বিচার, সম্পদের ন্যায়সঙ্গত ও সুষম বণ্টন ও অর্থনৈতিক ভারসাম্য সুনিশ্চিত করার মাধ্যমে ইসলামী অর্থব্যবস্থা কল্যাণমূখী অর্থব্যবস্থার ইমারত প্রতিষ্ঠা করে।

ইসলামী অর্থব্যবস্থার মৌলিক ভিত্তি হলো তাওহীদ, খিলাফত, আদালত ও আখিরাত। পবিত্র কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা, কিয়াস সর্বোপরি ইজতিহাদ দ্বারা ইসলামী অর্থব্যবস্থার নীতিমালা নির্ধারিত। এই অর্থব্যবস্থায় অর্থনৈতিক ভারসাম্য রক্ষা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে যাকাত, উশর, বায়তুলমাল, খারাজ, ফাই ইত্যাদি প্রাতিষ্ঠানিক বিধান দৈনন্দিন জীবনকে গতিশীল, স্বচ্ছন্দময় এবং ঝুঁকিমুক্ত করেছে।

মানবকল্যাণের নৈতিক ও পরম (absolute) সূচকগুলোর (indicators) এমন কোনোটিই নেই যেটি ইসলামী অর্থব্যবস্থায় অনুপস্থিত। ব্যাষ্টিক ও সামষ্টিক পর্যায়ে ইসলামী অর্থনীতির কৌশলসমূহের সমন্বিত প্রয়োগ অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা অর্জনের নিশ্চয়তা প্রদান করে। উৎপাদন, বণ্টন ও ভোগের ক্ষেত্রে এর কৌশলসমূহ এতটাই সুদৃঢ় ও সুবিন্যস্ত যে অর্থনৈতিক মন্দার জীবাণু সেখানে অঙ্কুরেই ধ্বংস ও বিনষ্ট হয়। কল্যাণের পথে অন্তরায় হিসেবে অর্থনৈতিক সঙ্কট ও মন্দার নিম্নোক্ত প্রধান বাহক

(means) যেমন, সুদি কারবার, জুয়া, মজুদদারী, ফটকাবাজি, অবিবেচনাপ্রসূত ঋণ,সম্পদের কেন্দ্রীকরণ, মুনাফাখোরী, প্রতারণা (গারার) ইত্যাদি।

ইসলামী অর্থব্যবস্থায় চিরতরে নিষিদ্ধ হওয়ায় মানবজাতি ইসলামী অর্থব্যবস্থায় কল্যাণের অপার সুধা লাভ করছে। জাতিসংঘ টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (২০১৫-২০৩০) প্রণয়ন করেছে। এতে মোট ১৭টি লক্ষ্যমাত্রা ও ১৬৯টি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এসব লক্ষ্য সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রাকে প্রতিস্থাপন করেছে, যা ২০১৫ সালের সমাপ্তি লগ্নে অর্জিত হয়েছে। পাশাপাশি বাংলাদেশ সরকার ২০১৩ সালে জাতীয় টেকসই উন্নয়ন কৌশলপত্র (২০১০-২০২১) প্রণয়ন করেছে।

আলোচ্য প্রবন্ধে মানবকল্যাণ ও টেকসই উন্নয়নের সাধারণ ধারণা ও ইসলামী ধারণা, ইসলামী অর্থব্যবস্থা কিভাবে মানবকল্যাণ ও টেকসই উন্নয়নের অনন্য পদ্ধতি, ইসলামী অর্থব্যবস্থায় মানবকল্যাণ ও টেকসই উন্নয়নের মৌলিক দর্শন এবং মূলনীতিসমূহ, ইসলামে কল্যাণকর উন্নয়নশীল অর্থব্যবস্থার স্বরূপ, ইসলামের দৃষ্টিতে মানবকল্যাণ ও টেকসই উন্নয়নের পথে অন্তরায় ও প্রতিবন্ধকতাসমূহ এবং ইসলামী অর্থব্যবস্থায় মানবকল্যাণ ও টেকসই উন্নয়ন বাস্তবায়ন ও প্রতিষ্ঠার রোডম্যাপ এবং মানবকল্যাণ ও টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে ইসলামী অর্থব্যবস্থার আবশ্যকতা আলোচিত হয়েছে।

ইসলামী সমাজচিন্তকদের দৃষ্টিতে মানবকল্যাণ

মানবকল্যাণ বলতে বোঝায়, মানুষের কল্যাণের জন্য সংশ্লিষ্ট বিষয় দ্বারা অনুপ্রাণিত দয়া এবং ভাল কাজ (Hornby 1995, 867)।

মানবতার অখণ্ড কল্যাণ নিশ্চিত করাই হচ্ছে ইসলামের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ। মানব কল্যাণের মৌল উৎস হলো কুরআন ও সুন্নাহ। আর কুরআন ও সুন্নাহই হলো মানবজীবনের পথচলার একমাত্র পাথেয়। ইসলামী জীবনব্যবস্থার সকল হুকুম-আহকাম ও বিধিমালা এই দুটি উৎসকে কেন্দ্র করে আবর্তিত। কুরআন ও সুন্নাহর বহু স্থানে মানবকল্যাণের বিষয়টি 'ঈমান এবং সৎকর্ম' এর উপর নির্ভরশীল বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কুরআনে বলা হয়েছে,

﴿وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَحْسَنَ الَّذِيْ كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ﴾

আর যারা ঈমান আনে আর সৎ কাজ করে, আমি অবশ্য অবশ্যই তাদের মন্দ কাজগুলোকে মুছে দেব, আর তাদেরকে অবশ্য অবশ্যই প্রতিদান দেব তাদের উৎকৃষ্ট কাজগুলোর অনুপাতে যা তারা করত। (Al Qur'ān, 29:7)

সুতরাং এ আয়াত থেকে বোঝা যায় ইসলামের মানবকল্যাণ চিন্তার ব্যাপকতা অত্যন্ত সুদৃঢ় ও গভীর। আর মানবকল্যাণের সাথে মানুষের ইহকালীন ও পরকালীন সাফল্যের বিষয়টিও ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

'মানবকল্যাণ' (Human welfare) বা 'জনস্বার্থ' বোঝাতে ইসলামে মাসলাহা (مصلحة) পরিভাষা ব্যবহৃত হয়। মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম-এর মতে,

মাসলাহা হচ্ছে, 'সংরক্ষণ সীমার মধ্যে থেকে ফায়দা বা উপকারিতা লাভ এবং ক্ষতির প্রতিরোধ করা ('Abdur Raḥīm 2006, 147)।

ইমাম আল-গাজালি রহ. বলেন,

مقصود الشرع من الخلق خمسة : و هو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم، فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة، وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة، ودفعها مصلحة

শরী'আহর উদ্দেশ্য হচ্ছে জনগণের কল্যাণ সাধনের মাধ্যমে তাদের আক্বীদা-বিশ্বাস, জীবন, বুদ্ধিবৃত্তি, সন্তান-সন্ততি ও সম্পদের সংরক্ষণ করা। যা কিছু এই পাঁচটি বিষয়ের সংরক্ষণের নিশ্চয়তা বিধানকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে তা হচ্ছে মাফসাদাহ বা অকল্যাণ, আর এ অকল্যাণ প্রতিহত করাই হচ্ছে মাসলাহা তথা কল্যাণ (Al Ghazālī ND, 1/217)।

তাই সাধারণভাবে খাদ্য, বস্ত্র ও বাসস্থানের জন্য যতটুকু আয় করা দরকার, তারচেয়ে বেশি বা কম আয় করার চেষ্টা করা উচিত নয়। ব্যক্তির মৌলিক প্রয়োজনের মধ্যে থাকবে আসবাবপত্র, বিয়ে ও সন্তান পালন আর কিছু সম্পত্তি। আল্লাহর রাসূল ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণের জীবনধারাই ছিল গাজালির কাছে আদর্শ। তাঁর মতে, প্রয়োজনের অতিরিক্ত উপার্জন করে তা মজুদ রাখা, গরীব ভাইদের সহায়তা না করা জুলুমের নামান্তর ('Abdul Mannān 2011, 30)।

শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভী রহ. তাঁর 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ' নামক বিখ্যাত গ্রন্থে ব্যক্তিগত আচরণ ও সামাজিক সংগঠনের প্রকৃতি সম্পর্কে শরী'আহর দৃষ্টিকোণ থেকে যুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যা পেশ করেছেন। তার মতে, সামাজিক জীব হিসেবে মানুষের সার্বিক কল্যাণ তাদের পারস্পরিক সহযোগিতার মধ্যে নিহিত। বিনিময়, চুক্তি, মুনাফা, ভাগ, ভাগচাষ ইত্যাদির মাধ্যমে এই সহযোগিতা বিকশিত হয়। সুদ ও জুয়ার মতো বিষয়গুলো সমাজে সহযোগিতার পরিবেশ নষ্ট করে। তাই এগুলো শরী'আহ বিরোধী। জনগণের অজ্ঞতা, লোভ ও আশাকে কাজে লাগিয়ে জুয়া থেকে অর্থ আয় করা হয়। এর সাথে মানবিক সহযোগিতা বা সভ্যতার সম্পর্ক নেই। সুদ নিষিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারেও তিনি একই রকম ব্যাখ্যা দিয়েছেন ('Abdul Mannān 2011, 30-39)

আল কুরআনে মানবকল্যাণে উৎসাহ প্রদান করে বলা হয়েছে:

﴿ وَ لْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَ يَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴾

আর তোমাদের মধ্যে এমন একটা দল হোক, যারা কল্যাণের দিকে আহবান করে, সৎ কাজের আদেশ করে এবং অসৎ কাজ হতে নিষেধ করে আর এরাই সফলকাম (Al Qur'ān, 3:104)।

আল্লাহর রাসূল ﷺ অনুরূপ ঘোষণা দিয়ে বলেন,

﴿ أَهْلُ الْمَعْرُوفِ فِي الدُّنْيَا هُمْ أَهْلُ الْمَعْرُوفِ فِي الْآخِرَةِ، وَأَهْلُ الْمُنْكَرِ فِي الدُّنْيَا هُمْ أَهْلُ الْمُنْكَرِ فِي الْآخِرَةِ ﴾

দুনিয়ার সৎকর্মশীলরাই আখিরাতের সৎকর্মশীল গণ্য হবে এবং দুনিয়ার অসৎকর্মশীলরাই আখিরাতেও অসৎকর্মশীল বলে গণ্য হবে' (Al Bukhārī 2000, 221)

ইসলামে মানবকল্যাণের ধারণা অত্যন্ত ব্যাপক ও গোটা জীবন জুড়ে বিস্তৃত। আল্লাহ প্রদত্ত মানবকল্যাণের চিরন্তন নির্দেশনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে পৃথিবীতে সত্যিকার অর্থে মানবাধিকার রক্ষা ও প্রতিষ্ঠা সম্ভব।

ইসলামী অর্থব্যবস্থায় ব্যবসা-বাণিজ্য ও লেনদেনের ক্ষেত্রে কল্যাণ ও অকল্যাণের বিষয়গুলো নৈতিকতার আলোকে সুনির্দিষ্টভাবে পরিচালিত হয়। সত্যবাদিতা, বিশ্বস্ততা, সদিচ্ছা, ভ্রাতৃত্ববোধ, ন্যায়বিচার, সম্পদের বণ্টনমূলক সুবিচার, ঝুঁকি বণ্টন, ফটকাবাজি মুক্তকরণ ইত্যাদি অনুসরণীয় কিছু ইতিবাচক নীতিমালা ইসলামী অর্থব্যবস্থায় মানবকল্যাণের বিষয়টিকে শক্তিশালীরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছে। পাশাপাশি মজুদদারি, ওজনে কম দেয়া, মুনাফাখোরি, মিথ্যা প্রচারণা, চুক্তি ভঙ্গ, সুদ, ঘুষ, জুয়া, ক্ষতিকারক কর্মকাণ্ড, ভেজাল মিশ্রণ, কারসাজি, প্রতারণা ইত্যাদি নেতিবাচক বিষয়সমূহ নিষিদ্ধ ও বর্জন করার মাধ্যমে এই অর্থব্যবস্থায় মানবকল্যাণের বিষয়টি পূর্ণাঙ্গতা লাভ করেছে। ইসলামী অর্থব্যবস্থায় এসব বিষয় যথার্থভাবে অনুসরণ করার মাধ্যমে মানুষ প্রকৃত অর্থে মানবকল্যাণের প্রকৃত স্বাদ গ্রহণ করতে সমর্থ হয়।

টেকসই উন্নয়নের সাধারণ ধারণা

আধুনিক বিশ্বে 'টেকসই উন্নয়ন' একটি বহুল আলোচিত পরিভাষা। উন্নয়নের উন্নত ও স্থিরচিত্রই হলো স্থিতিশীল উন্নয়ন বা টেকসই উন্নয়নের দৃশ্যমান রূপ। 'টেকসই উন্নয়ন' এর ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো 'Sustainable Development (SD)' এবং আরবী প্রতিশব্দ -التنمية المستدامة-

টেকসই উন্নয়ন ধারণাটি প্রথম পাওয়া যায় 'ক্লাব অব রোম' নামের একটি সংস্থার প্রতিবেদন থেকে। ইতালীয় শিল্পপতি আরেলিয়া পিচ্চাই ও স্কটিশ বিজ্ঞানী আলেকজান্ডার কিং ১৯৬৫ সালে তৎকালীন সাবেক ও বর্তমান কয়েকজন রাষ্ট্রপ্রধান, শীর্ষস্থানীয় জাতিসংঘ কর্মকর্তা, বিভিন্ন দেশের উচ্চপদস্থ রাজনীতিক ও সরকারি কর্মকর্তা, ব্যবসায়ী ও অর্থনীতিবিদদের সমন্বয়ে গড়ে তোলেন সংস্থাটি (Ahmed 2021, N.P)। জাতিসংঘের 'ওয়ার্ল্ড কমিশন অন এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট' ১৯৮৭ সালে 'আওয়ার কমন ফিউচার' নামের একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে, যা ব্রান্টল্যান্ড রিপোর্ট নামে পরিচিত। এই প্রতিবেদনে টেকসই উন্নয়নের ধারণাকে সুস্পষ্ট করা হয়। প্রতিবেদনটিতে বলা হয়েছে,

মূলত টেকসই উন্নয়ন হচ্ছে এমন একটি অর্থনৈতিক উন্নয়ন, যা বর্তমান প্রজন্মের চাহিদা পূরণ করতে এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের চাহিদা মেটাতে সক্ষম হয়। এই সংজ্ঞায়

'আওয়ার কমন ফিউচার' বা অভিন্ন ক্ষেত্র বোঝাতে তারা টেকসই উন্নয়নের বৃহত্তর সংজ্ঞায় ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য পরিবেশ ও প্রাকৃতিক সম্পদের সুরক্ষা এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমতাকে অপরিহার্য শর্ত হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। অর্থাৎ টেকসই উন্নয়ন হচ্ছে, যে ধরনের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ফলে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের স্বার্থ রক্ষা পায় এবং প্রাকৃতিক ভারসাম্য (ইকোলজিক্যাল ব্যালান্স) ও মানুষের আর্থ-সামাজিক সাম্য বজায় থাকে (Ibid)।

Schmidheiny বলেন,

> Sustainable Development is a new concept of development that emphasises the integration of environmental conservation and economic growth. Previously, the concept of development was synonymous with economic growth, which can be quantified by certain parameters such as Gross Domestic Product (GDP). In fact, the concept of development has a wider meaning than the concept of growth because development means increase of quality of life while growth only emphasises increase of the economy.
>
> টেকসই উন্নয়ন হলো উন্নয়নের এমন এক নতুন ধারণা, যা পরিবেশ সংরক্ষণ ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির মধ্যে সমন্বয় সাধনে গুরুত্বারোপ করে। পূর্বে উন্নয়নের ধারণাটি অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সমার্থবোধক বিবেচিত হতো, যা মূলত সুনির্দিষ্ট পরিমিতি যেমন জাতীয় উৎপাদন (GDP)এর ভিত্তিতে পরিমাপ করা হতো। প্রকৃতপক্ষে, উন্নয়নের ধারণা প্রবৃদ্ধির ধারণার চেয়ে ব্যাপকতর। কেননা উন্নয়ন অর্থ হলো, জীবন মানের উন্নয়ন পক্ষান্তরে প্রবৃদ্ধি শুধুমাত্র অর্থনৈতিক বৃদ্ধির উপর গুরুত্বারোপ করা (Schmidheiny 1992, 373)।

R. E. Munn বলেন,

> The meaning of development in Sustainable Development refers to the quality enhancement of human and other spheres by achieving their basic needs. Clearly, the concept of development here has a more comprehensive meaning than economic growth.
>
> টেকসই উন্নয়নে উন্নয়নের পরিভাষাটি মানব জাতির মৌলিক চাহিদা পূরণের মাধ্যমে তাদের জীবন মান ও অন্যান্য সূচকের বৃদ্ধিকে নির্দেশ করে। বস্তুত এখানে উন্নয়নের ধারণাটি অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির চেয়ে ব্যাপক অর্থবোধক (Munn 1990, 25)।

টেকসই উন্নয়নে জাতিসংঘের পদক্ষেপ ও তৎপরতা

জাতিসংঘে ২০১৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বিশ্বনেতাদের উপস্থিতিতে নতুন করে Global Sustainable Development Goals (SDGs) গৃহীত হয়, যে লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ২০৩০ সাল পর্যন্ত সময় নির্ধারণ করা হয়। এই সংশোধিত নতুন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বৈশ্বিকভাবে ১৭টি প্রধান লক্ষ্য এবং তার সংশ্লিষ্ট অন্তর্বর্তী আরো ১৬৯টি লক্ষ্য নিয়ে কাজ করবে সংস্থাটি। এটিই জাতিসংঘ কর্তৃক পরিচালিত এবং বৈশ্বিকভাবে সর্বজনীন পরামর্শের ভিত্তিতে নেয়া সর্বাপেক্ষা বড় কোন সিদ্ধান্ত।

SDG অনুযায়ী গৃহীত লক্ষ্যগুলোকে সর্বজনীন করা হয়েছে। কেননা ধনী-গরীব সকল দেশের জন্যই এসব প্রযোজ্য এবং প্রয়োগ করা সম্ভব। জাতিসংঘের পূর্বানুমান অনুযায়ী, উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার অর্থায়নের বছরে ব্যয় হবে প্রায় ৪৫০০ বিলিয়ন ডলার। যা বৈশ্বিকভাবে ব্যবহৃত বার্ষিক সাহায্য অনুদানের চেয়েও ত্রিশ গুণ বেশি। এই নীতিমালার অন্যতম প্রধান অর্থই হল ২০৩০ সালের মধ্যে অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য, রাষ্ট্র, বেসরকারি কোম্পানি, আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়, সুশীল সমাজ সংস্থাগুলি সহ সকলকেই দায়িত্বগ্রহণ করতে হবে এবং সেই লক্ষ্যে কাজ করতে হবে।

টেকসই উন্নয়নের ইসলামী ধারণা

মানবজাতি ও সভ্যতার ইতিহাসে ইসলামই সর্বপ্রথম টেকসই উন্নয়নের চূড়ান্ত ধারণা ও দিকনির্দেশনা প্রদান করেছে। মানবজাতি এই পৃথিবী নামক গ্রহে আল্লাহ্‌র প্রতিনিধি এবং তাদেরকে প্রয়োজনীয় সম্পদ একচেটিয়াভাবে ভোগের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। মানবজাতি অবশ্যই কুরআন এবং নবী মুহাম্মদ ﷺ এর শিক্ষা অনুযায়ী তাদের সমসাময়িক চাহিদা পূরণ করবে এবং উন্নতির চেষ্টা করবে তবে ভবিষ্যত প্রজন্মের কোন অধিকার যেন ক্ষতিগ্রস্থ না হয় সে দিকে দৃষ্টি রাখবে।

ইসলাম পরিবেশ, অর্থনীতি এবং সামাজিক কর্মকাণ্ডের মধ্যে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠায় বদ্ধপরিকর। ভোক্তার অধিকার সংরক্ষণ, কল্যাণধর্মী অর্থনৈতিক কার্যক্রম পরিচালনা, কুরআন-সুন্নাহর আলোকে উপকারী জ্ঞান বিতরণ, সামাজিক ন্যায়বিচার, আর্থিক সুবিচার এবং দারিদ্র্য বিমোচনের কার্যকরী উদ্যোগ হিসেবে যাকাতভিত্তিক অর্থব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা এবং সামাজিক কাঠামোতে পরিবেশগত ভারসাম্য অর্জনের মধ্য দিয়ে টেকসই উন্নয়নের অবকাঠামো তৈরি করে। ইসলাম মানুষের ব্যক্তিগত ও সামাজিক চাহিদাগুলোর দিকে লক্ষ্য রেখে তাদের উন্নতি, অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির পথ উম্মুক্ত করেছে। কিন্তু ইসলামের কাঙ্ক্ষিত টেকসই উন্নয়ন মানব জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রের ন্যায় সামগ্রিক নিয়ম-কানুন ও নীতিমালার দ্বারা পরিচালিত। এজন্য মানুষ যাতে বস্তুগত বা অর্থনৈতিক উন্নয়নের পেছনে ছুটতে গিয়ে লোভ-লালসা, অপচয়-অপব্যয়, জুলুম-অত্যাচার এবং নির্যাতন-নিপীড়নমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে না পড়ে সেজন্যই এই সীমারেখার বেষ্টনী দেয়া হয়েছে। মানুষের জন্যে দুনিয়া ও এর সম্পদগুলো তখনই অপছন্দনীয়, যখন তা তাকে আল্লাহদ্রোহিতার দিকে নিয়ে যায় এবং এর ফলে সে অজ্ঞতা, বিভ্রান্তি ও জুলুমের অতল গহবরে নিক্ষিপ্ত হয়, যা বাস্তবিক অর্থেই টেকসই উন্নয়নকে বাধাগ্রস্থ করে।

ইসলামের টেকসই উন্নয়নের ধারণা সম্পর্কে সংক্ষেপে এভাবে বলা যায়,

> The balanced and simultaneous realization of consumer welfare, economic efficiency, attainment of social justice, and ecological balance in the framework of a evolutionary knowledge-based, socially interactive model defining the Shuratic process. The Shuratic process is the consultation or participatory ruling principle of Islam

> 'শুরাকেন্দ্রিক প্রক্রিয়াকে সংজ্ঞায়িত করে একটি বিবর্তনীয় জ্ঞান-ভিত্তিক, সামাজিকভাবে ইন্টারেক্টিভ মডেলের কাঠামোর মধ্যে ভোক্তা কল্যাণ, অর্থনৈতিক দক্ষতা, সামাজিক ন্যায়বিচার অর্জন এবং পরিবেশগত ভারসাম্যের সুষম এবং যুগপৎ উপলব্ধি-ই হলে টেকসই উন্নয়ন। শুরাকেন্দ্রিক প্রক্রিয়া হলো, ইসলামের পরামর্শ বা অংশগ্রহণমূলক শাসননীতি' (Abumoghli 2022)।

সুতরাং টেকসই উন্নয়ন সুনিশ্চিত করতে ইসলাম মানবজাতির সার্বিক উন্নয়নে সর্বাধিক মনোযোগ দিয়েছে। মানুষের সার্বিক উন্নয়নই কিন্তু গোটা পৃথিবীর সার্বিক উন্নয়ন হিসেবে বিবেচিত। একটি স্থির, স্থিতিশীল টেকসই উন্নয়নে প্রথমে মানুষের চিন্তা ও চেতনা, বিশ্বাস ও মূল্যবোধ, শারীরিক ও মানসিক, শিক্ষাদীক্ষা, কর্মকৌশলের উন্নতি নিশ্চিত করতে হবে। আর এই জন্যই ইসলাম যেমনি মানুষের মানবিক ও মানসিক উন্নয়নে আসমানী নির্দেশনা দান করেছে, তেমনি তার ভেতর উচ্চাশা ও আকাঙ্ক্ষা তৈরিতে তাকে শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা দিয়েছে।

ইসলামী অর্থব্যবস্থায় টেকসই উন্নয়নের সূচকসমূহ

ইসলামী অর্থব্যবস্থায় টেকসই উন্নয়নের সূচকসমূহ নিম্নে আলোচনা করা হলো, যার ভিত্তিতে অত্র প্রবন্ধে টেকসই উন্নয়নে ইসলামী অর্থব্যবস্থার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণে প্রয়াস চালানো হয়েছে। সূচকসমূহ নিম্নরূপ:

১. মাকাসিদ আশ-শরী'আহ বাস্তবায়ন
২. মানব উন্নয়ন
৩. পরিবেশগত উন্নয়ন
৪. সামাজিক উন্নয়ন
৫. সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা
৬. সম্পদের আবর্তন ও বণ্টনমূলক সুবিচার
৭. আর্থিক কর্মকাণ্ডে ইসলামী অর্থায়ন পদ্ধতিসমূহের প্রয়োগ ও ব্যবহার
৮. হালাল পন্থায় অর্জন এবং হারাম পন্থা বর্জন
৯. বায়তুল মাল-এর প্রতিষ্ঠা
১০. দাতব্য কার্যক্রম পরিচালনা করা

নিম্নে উপরিউক্ত সূচকসমূহ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা উপস্থাপন করা হলোঃ

১. মাকাসিদ আশ-শরী'আহ বাস্তবায়ন

মাকাসিদ আশ-শরী'আহর তিনটি স্তর রয়েছে। যেখানে শেষ দুটি প্রথমটির পরিপূরক হিসেবে কাজ করে। স্তরগুলো হলো: ১. অপরিহার্য (জরুরিয়াত), ২. প্রয়োজনীয় (হাজিয়াত) ও ৩. উৎকর্ষমূলক (তাহসিনিয়াত)।

সকল নাগরিকের অত্যাবশ্যকীয় পাঁচটি চাহিদা নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারমূলক দায়িত্ব। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰ أَنْ لَّا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَّلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَّفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾

হে নবী! যখন মুমিন নারীরা তোমার কাছে এসে এই মর্মে বাইআত করে যে, তারা আল্লাহর সাথে কোন কিছু শরীক করবে না, চুরি করবে না, ব্যভিচার করবে না, নিজেদের সন্তানদেরকে হত্যা করবে না, তারা জেনে শুনে কোন অপবাদ রচনা করে রটাবে না এবং সৎকাজে তারা তোমার অবাধ্য হবে না। তখন তুমি তাদের বাইআত গ্রহণ কর এবং তাদের জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। নিশ্চয় আল্লাহ অতিশয় ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু (Al Qur'ān, 60:12)।

উপরিউক্ত আয়াত থেকে মানুষের পাঁচটি মৌলিক প্রয়োজন নিশ্চিত ও হিফাযত করার নির্দেশনা পাওয়া যায়। এগুলোর মধ্যেই পার্থিব জীবনের শান্তি ও সফলতা এবং আখিরাতের মুক্তি ও কল্যাণ নিহিত। এই পাঁচটি মৌলিক চাহিদা ও অধিকার হলো: ১. বিশ্বাস (দীন) সংরক্ষণ, ২. জীবন (নফস) সংরক্ষণ, ৩. বংশধর (নসল) সংরক্ষণ, ৪. সম্পত্তি (মাল) সংরক্ষণ এবং ৫. বুদ্ধিমত্তা সংরক্ষণ।

২. মানব উন্নয়ন

ইসলামে মানব উন্নয়ন আর্থসামাজিক ও শিক্ষা-সাংস্কৃতিক উন্নয়নের মূল বিষয়। ইসলামী অর্থব্যবস্থায় টেকসই মানব উন্নয়নের স্তম্ভসমূহ হলো:

- **সমতা (equity)**

সমতার উপাদানগুলো হলো: ন্যায়সঙ্গত লিঙ্গ সমতা, শান্তি ও ন্যায়বিচার, বৈষম্যহীনতা, ন্যায়সঙ্গত চাকুরীর সুযোগ।

- **উৎপাদনশীলতা (productivity)**

উৎপাদনশীলতার মধ্যে রয়েছে: সম্পদ ও মূলধন, অংশীদারিত্ব, অবকাঠামো উন্নয়ন, ব্যবসায়ের প্রসার, কর্মের অধিকার ও স্বাধীনতা, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি, নিত্যপণ্যের পর্যাপ্ততা, কৃষি উন্নয়ন, দ্রব্যমূল্যের স্বাভাবিক অবস্থা বিরাজমান থাকা, নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের চাহিদা অনুযায়ী উৎপাদন ও সংরক্ষণ, বাজারব্যবস্থা স্বাভাবিক রাখা, পছন্দের স্বাধীনতা।

- **ক্ষমতায়ন (empowerment)**

ক্ষমতায়নের উপাদানগুলো হলো: ক্ষুধা ও দারিদ্র্য মুক্ত করা, পরিষ্কার ও সুপেয় পানির ব্যবস্থা, স্যানিটেশন, স্বাস্থ্য সুরক্ষা, মানসম্পন্ন শিক্ষাব্যবস্থা, পর্যাপ্ত কর্মসংস্থান সৃষ্টি, ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি, বুদ্ধিবৃত্তিক জনশক্তি তৈরি, নৈতিকতাসম্পন্ন জাতি গঠন, সিদ্ধান্তগ্রহণ।

- **স্থায়ীত্ব (sustainability)**

স্থায়ীত্বের মৌলিক বিষয়গুলো হলো: দায়িত্বশীল ভোগ ও উৎপাদন, স্থায়ী যোগাযোগ ব্যবস্থা, উন্নত স্বাস্থ্যসেবা, সন্তোষজনক চাকুরী, চাকুরীর নিরাপত্তা, আদর্শ ভূমিব্যবস্থাপনা, স্থিতিশীল বাজারব্যবস্থা, সরকারী ও প্রশাসনিক নজরদারি বৃদ্ধি,

স্বচ্ছন্দময় জীবন-যাপনের নিশ্চয়তা, ধর্মীয় স্বাধীনতা, পেনশন স্কিম, টেকসই উৎপাদন, দুষণের অবনতি, দক্ষতা প্রশিক্ষণ।

৩. পরিবেশগত উন্নয়ন

পরিবেশগত উন্নয়নের মৌলিক উপাদানগুলো হলো: জীববৈচিত্র (Biodiversity), কার্বন নিঃসরণ (Carbon emissions), জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি (Climate change risks), শক্তির ব্যবহার (Energy usage), কাঁচামালের উৎস (Raw material sourcing), নিয়ন্ত্রক/আইনগত ঝুঁকি (Regulatory/legal risks), সরবরাহ শৃঙ্খল ব্যবস্থাপনা (Supply chain management), বর্জ্য ও পুনর্ব্যবহারযোগ্য (Waste and recycling), পানি ব্যবস্থাপনা (Water management) ইত্যাদি।

৪. সামাজিক উন্নয়ন

সামাজিক উন্নয়নের মৌলিক উপাদানগুলো হলো: সাম্প্রদায়িক সুসম্পর্ক, গ্রাহক সম্পর্ক, বৈচিত্রের বিষয়, কর্মচারী সম্পর্ক, স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা, মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা, দায়িত্বশীল বিপণন এবং গবেষণা ও উন্নয়ন ইত্যাদি।

৫. সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা

সুশাসন প্রতিষ্ঠার মৌলিক উপাদানগুলো হলো: জবাবদিহিতা, ঘুষ ও দুর্নীতি, সিইও'র দ্বৈততা, নির্বাহী ক্ষতিপূরণ স্কিম, মালিকানার কাঠামো, শেয়ারহোল্ডার-এর অধিকার, স্বচ্ছতা, ভোট প্রদানের পদ্ধতি, কর্মচারীদের অধিকার ।

৬. সম্পদের আবর্তন ও বণ্টনমূলক সুবিচার

সম্পদের আবর্তন ও বণ্টনমূলক সুবিচার ইসলামী অর্থব্যবস্তার অন্যতম সূচক হিসেবে ভূমিকা রাখে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ﴾

'ধন-সম্পদ তোমাদের মধ্যকার বিত্তশালীদের মাঝেই কেবল আবর্তিত না থাকে' (Al Qur'ān, 59:7)।

অন্যত্র তিনি বলেন,

﴿وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا﴾

'আর আত্মীয়-স্বজনকে তাদের প্রাপ্য অধিকার দাও এবং মিসকীন ও মুসাফিরদেরকেও। কোনোভাবেই অপব্যয় করো না' (Al Qur'ān, 17:26)।

কুরআন ও সুন্নাহতে এ বিষয়ে বিস্তারিত দিক-নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। কলেবর বৃদ্ধির আশংকায় তা সংক্ষেপে উল্লেখ করা হলো।

৭. আর্থিক কর্মকাণ্ডে ইসলামী অর্থায়ন পদ্ধতিসমূহের প্রয়োগ ও ব্যবহার

ইসলামী অর্থব্যবস্থায় পুঁজি সংগ্রহের পর তা ব্যবহার করে মুনাফা অর্জনের জন্য বিভিন্ন পদ্ধতিতে বিনিয়োগ করা হয়। মুদারাবা, মুশারাকার ভিত্তিতে পুঁজি বিনিয়োগ, স্থায়ী সম্পদ ক্রয় করে তা ভাড়ায় খাটিয়ে এবং প্রত্যক্ষভাবে পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে

মুনাফা অর্জন করে। ইসলামী অর্থায়ন পদ্ধতিতে প্রধানত বিশটি উপায়ে সংগৃহীত আমানত বিনিয়োগ করা হয়। তা হলো : মুদারাবা, মুশারাকা, মুরাবাহা, মুয়াজ্জাল, সালাম, ইজারা, ইজারা বিল বাই', হায়ার পারচেজ আন্ডার শিরকাতুল মিল্ক, কিস্তিতে বিক্রয়, ইসতিসনা, মুজারা, মুসাকা, মেয়াদী অংশগ্রহণকারী সার্টিফিকেট, বিনিয়োগ নিলাম, সরাসরি বিনিয়োগ, স্বাভাবিক মুনাফার হারে বিনিয়োগ, শেয়ার ও বৈদেশিক মুদ্রার ক্রয় বিক্রয় এবং করযে হাসানা। এসব পদ্ধতি অর্থব্যবস্থায় প্রয়োগের কারণে অর্থনীতিতে স্থিতিশীল অবস্থা বিরাজ করে এবং উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পায়।

৮. হালাল পন্থায় অর্জন এবং হারাম পন্থা বর্জন

কুরআন ও সুন্নাহ হারামের পরিধি নির্ধারণ করে দিয়েছে। ফলে হারাম পদ্ধতির বাইরে যতক্ষণ না হারামের কোনো অনুষঙ্গ পাওয়া যাবে ততক্ষণ তা হালাল হিসেবে গণ্য হবে। ইসলামী অর্থব্যবস্থায় অর্থ উপার্জন করার অবাধ সুযোগ দেয় না। বরং উপার্জনের পন্থা ও উপায়ের ক্ষেত্রে সামাজিক স্বার্থের পরিপ্রেক্ষিতে বৈধ ও অবৈধতার সৃষ্টি করে। এ পার্থক্যের মূলনীতি হলো, ধন-উপার্জনের যেসব পন্থা ও উপায় অবলম্বিত হলে এক ব্যক্তির লাভ ও অন্য ব্যক্তির বা ব্যক্তিবর্গের ক্ষতি হয় তা সবই অবৈধ। অন্যদিকে যেসব উপায় অবলম্বন করলে ধন-উপার্জন প্রচেষ্টার সাথে জড়িত প্রত্যেক ব্যক্তিই তার ন্যায়সঙ্গত সুফল ভোগ করতে পারে তা সবই বৈধ। এ মূলনীতিটি আল কুরআনে এভাবে বিবৃত হয়েছে:

﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا﴾

হে ঈমানদারগণ! তোমরা পরস্পরের ধন-সম্পদ অবৈধ ভাবে ভক্ষণ করো না। তবে পারস্পরিক সম্মতি অনুযায়ী ব্যবসায়িক লেনদেন করতে পারো। আর তোমরা নিজেরা নিজেদেরকে ধ্বংস করো না। আল্লাহ তোমাদের অবস্থার প্রতি করুণাশীল। যে ব্যক্তি সীমা অতিক্রম করে জুলুম সহকারে এরূপ করবে তাকে আমি অগ্নির মধ্যে নিক্ষেপ করবো। (Al Qur'ān, 4:29-30)

এ নীতিগত নির্দেশটি ছাড়াও কুরআনের বিভিন্ন স্থানে হালাল বস্তু গ্রহণ ও হারাম থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

৯. বায়তুল মাল-এর প্রতিষ্ঠা

ইসলামী রাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় অর্থব্যবস্থার নাম বায়তুল মাল। আল্লাহর রাসূল ﷺ এর মাধ্যমেই ইসলামী রাষ্ট্রের প্রথম কেন্দ্রীয় অর্থব্যবস্থা গড়ে উঠে। তাঁর অর্থনৈতিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য তিনি কর্মী নিয়োগ দিতেন এবং তার কাছেই রাষ্ট্রের সমুদয় সম্পদ জমা করা হতো। তবে সে সময় ইসলামী কেন্দ্রীয় অর্থব্যবস্থার কোনো প্রাতিষ্ঠানিক নাম ছিল না। হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব রা.-এর শাসনামলে কেন্দ্রীয় কোষাগার ব্যবস্থার নামকরণ করা হয় 'বায়তুল মাল'। ইসলামী অর্থব্যবস্থায় রাষ্ট্রীয় সম্পদ ব্যয়ে সুসংহত কেন্দ্রীয় অর্থব্যবস্থা অপরিহার্য। শুধু সম্পদ পুঞ্জীভূত করা বা

রক্ষণাবেক্ষণ করাই বায়তুল মালের একমাত্র কাজ নয়। বরং সম্পদের সর্বোচ্চ সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করাই হবে এর অন্যতম এবং প্রধান লক্ষ্য। এই কেন্দ্রীয় অর্থব্যবস্থাপনার মাধ্যমে রাষ্ট্র জনগণের কল্যাণে অর্থ-সম্পদ ব্যয় বণ্টন করবে।

১০. জনকল্যাণমূলক ও দাতব্য কার্যক্রম পরিচালনা

ইসলামের জনকল্যাণমূলক ও দাতব্য কার্যক্রমের মৌলিক উপাদানগুলো হলো: যাকাত, ফিতরা, সাদাকা, ওয়াকফ, করয, মান্নত, ফিদইয়া, কাফ্ফারা ইত্যাদি।
এ প্রসঙ্গে কুরআন ও সুন্নাহতে দিক-নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন:

﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ﴾

আপনি তাদের সম্পদ থেকে সদাকা গ্রহণ করুন। এর মাধ্যমে তাদেরকে আপনি পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করবেন (Al Qur'ān, 9:103)।

আল্লাহ তাআলা অন্যত্র বলেন,

﴿ إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ... لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا ﴾

'যদি তোমরা দান প্রকাশ্যে করো, তবে তা উত্তম; আর যদি তা গোপনে করো এবং অভাবীদের দাও, তবে তা তোমাদের জন্য শ্রেয়। এর মাধ্যমে আল্লাহ তোমাদের মন্দগুলো মোচন করে দেবেন। তোমরা যা করো, আল্লাহ তা অবগত আছেন।' ... (সদকা) সেসব অভাবী লোকেদের জন্য, যারা আল্লাহর পথে নিজেদের ব্যস্ত রাখার কারণে দুনিয়া চষে বেড়াতে পারে না। না চাওয়ার কারণে অনভিজ্ঞ লোকেরা তাদের অভাবহীন মনে করে। আপনি তাদেরকে চিহ্ন দেখে চিনতে পারবেন। তারা মানুষের কাছে নির্লজ্জভাবে ভিক্ষা করে না' (Al Qur'ān, 2:273)।

ইসলামী অর্থব্যবস্থায় ব্যবসায়ের সামাজিক দায়বদ্ধতা কার্যক্রমের অংশ হিসেবে বহুবিধ কার্যক্রম পরিচালিত হয়। প্রাকৃতিক দুর্যোগে ত্রাণ বিতরণ থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা কার্যক্রমের ভবন নির্মাণ, শীতার্ত মানুষের মধ্যে শীত বস্ত্র বিতরণ থেকে শুরু করে নগরের সৌন্দর্যবর্ধন, খেলাধূলা, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড সব ক্ষেত্রেই সামাজিক দায়বদ্ধতার কার্যক্রম পরিচালনা করা এর আওতাভুক্ত। সমাজের অসহায় মানুষদের বিভিন্নভাবে সহায়তা, পরিবেশ সুরক্ষা, সুবিধা বঞ্চিতের শিক্ষা, পুষ্টি, দাতব্য প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নে ব্যয় করা অর্থ প্রকৃত সামাজিক দায়বদ্ধতা হিসেবে গণ্য হবে।

ইসলামী অর্থব্যবস্থা যেভাবে মানবকল্যাণ ও টেকসই উন্নয়নের অনন্য পদ্ধতি

কল্যাণ ও টেকসই উন্নয়নের চূড়ান্ত (absolute) ধারণা দেয়া মানবজাতির পক্ষে অসম্ভব। কিন্তু আল-কুরআনে আল্লাহ তাআলা কল্যাণ ও টেকসই উন্নয়নের ধারণা দিয়ে আমাদেরকে দু'আ শিখিয়ে দিয়েছেন। যেখানে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক জীবনের যুগপৎ কল্যাণের নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। এর ফলে ইসলামী অর্থব্যবস্থা মানবকল্যাণ ও টেকসই উন্নয়নের জুতসই উত্তরাধিকারী হিসেবে একচেটিয়া স্বীকৃতি

লাভ করে। ইসলামী অর্থব্যবস্থায় ইসলামের আর্থ-সামাজিক মূলনীতির আলোকে একটি ন্যায় ও ইনসাফভিত্তিক কল্যাণকর ও উন্নয়নভিত্তিক সমাজ গড়ে তোলার প্রয়াস চালানো হয়। এই অর্থব্যবস্থা ইসলামী শরী'আহ্‌র মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কারণে এখানে সকল লেনদেন সুদের নেতিবাচক প্রভাব থেকে মুক্ত এবং সেইসাথে আর্থ-সামাজিক সুবিচার ও মানুষের সার্বিক উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা এর অভীষ্ট লক্ষ্য। অর্থব্যবস্থায় মানবকল্যাণ ও টেকসই উন্নয়ন হলো সে ধরনের অর্থব্যবস্থা, যার কার্যক্রমের ক্ষেত্র বা আওতা সর্বজনীন মানবকল্যাণ নিশ্চিত করাকে মুখ্য উদ্দেশ্য হিসেবে গ্রহণ করে।

মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণে দরদি মনোভাব নিয়ে পরিচালিত অর্থনৈতিক কার্যক্রমই মানবিক ও কল্যাণকর বলে ইসলামে বিবেচিত। সে মোতাবেক জনসাধারণের দোরগোড়ায় আর্থিক সেবা পৌঁছে দেয়া ও উৎসাহমূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে বৃহৎ জনগোষ্ঠীকে আর্থিক বলয়ে আনয়ন ও অন্তর্ভুক্তকরণ, প্রযুক্তির আধুনিকায়ন, অবক্ষয় রোধে নৈতিক জাগরণ, অনগ্রসর ও অবহেলিত অঞ্চলের জনগণের জন্য ক্ষুদ্র (এসএমই) বিনিয়োগ ও কৃষি উন্নয়নে পৃষ্ঠপোষকতা কল্যাণের লক্ষ্য পথে এগুতে সহায়তা করে।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের রবুবিয়াত বা বিশ্ব-প্রতিপালন নীতির অনুসরণে সৃষ্টির লালন-পালনের জন্য সমুদয় জাগতিক সম্পদের সামগ্রিক এবং কল্যাণধর্মী ব্যবস্থাপনাই ইসলামী অর্থনীতি। শুধু বিশেষ ব্যক্তি বা গোষ্ঠী নয়, এমন কি সমগ্র মানবজাতি নয়, আল্লাহ্‌র সকল সৃষ্টির প্রতিপালনই হলো রবুবিয়াত। সৃষ্টির কল্যাণের জন্য সম্পদের সর্বাধিক উৎপাদন, সুষ্ঠুতম বণ্টন এবং ন্যায়সঙ্গত ভোগ বিশ্লেষণই হলো ইসলামী অর্থব্যবস্থার লক্ষ্য (Shamsul Alam 2003, 19)।
আল্লাহ তাআলা বলেন:

﴿ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ ﴾

আমি তোমাদেরকে যমীনে প্রতিষ্ঠিত করেছি; আর সেখানে তোমাদের জন্য জীবিকার ব্যবস্থা করেছি। তোমরা খুব সামান্যই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর (Al Qur'ān, 7:10)।

জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন,

أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللَّهَ وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، فَإِنَّ نَفْسًا لَنْ تَمُوتَ حَتَّى تَسْتَوْفِيَ رِزْقَهَا وَإِنْ أَبْطَأَ عَنْهَا، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، خُذُوا مَا حَلَّ، وَدَعُوا مَا حَرُمَ

হে লোকসকল! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং উত্তম পন্থায় জীবিকা অন্বেষণ করো। কেননা কোন ব্যক্তিই তার জন্য নির্ধারিত রিযিক পূর্ণরূপে না পাওয়া পর্যন্ত মরবে না, যদিও তার রিযিক প্রাপ্তিতে কিছু বিলম্ব হয়। অতএব তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং উত্তম পন্থায় জীবিকা অন্বেষণ করো, যা হালাল তাই গ্রহণ করো এবং যা হারাম তা বর্জন করো (Ibn Mājah ND, 2144)।

মৌলনীতির বিচারে ইসলামী অর্থনীতির বিস্তার প্রচলিত অর্থনীতি বিস্তার থেকে অনেক ব্যাপক। শুধু বস্তুগত কল্যাণই ইসলামী অর্থনীতির উদ্দেশ্য নয়; বরং সম্পদের সুষ্ঠু

ব্যবহারের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন ও মানুষের বস্তুগত এবং আধ্যাত্মিক তথা সামগ্রিক কল্যাণ সাধনই এর লক্ষ্য। তদুপরি অর্থনৈতিক জীবনে জুলুমের অবসান করে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করাও এর অন্যতম উদ্দেশ্য।

ইসলামী অর্থব্যবস্থায় মানবকল্যাণ ও টেকসই উন্নয়নের মৌলিক দর্শনসমূহ

ইসলামী বিশ্বদর্শন তিনটি মৌলিক নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। যথাঃ

ক. তাওহীদ (একত্ববাদ),

খ. খিলাফত (প্রতিনিধিত্ব),

গ. আদালত (ন্যায়বিচার)

এই নীতিমালাগুলো ইসলামী বিশ্বদর্শনের শুধু কাঠামোই তৈরি করে না, বরং তা মাকাসিদ ও কর্মকৌশলের উৎস হিসেবেও কাজ করে। অতএব, এতে বহুত্ববাদী দল বা সামাজিক শ্রেণিসমূহের পরস্পর বিরোধী দাবির মুখে কোনোরকম জোড়াতালি বা পশ্চাৎ চিন্তার সুযোগ নেই। ইসলামী বিশ্বদর্শন, মাকাসিদ এবং কর্মকৌশলের সংমিশ্রণ ঘটিয়ে এতে সঙ্গতিপূর্ণ নীতি প্রণীত হয় এবং এদের পরস্পরের মধ্যে পরিপূর্ণ সমন্বয় বিরাজ করে (Chapra 2011, 193)।

ক. তাওহীদ

তাওহীদ (আল্লাহ্‌র একত্ববাদ) ইসলামী বিশ্বাসের ভিত্তিপ্রস্তর। এই ধারণার উপরই গড়ে উঠছে সামগ্রিক বিশ্বদর্শন ও কর্মকৌশল। অন্য সবকিছুই যৌক্তিকভাবে এর থেকে সৃষ্ট। এর অর্থ হচ্ছে তিনি এক সর্বশক্তিমান সত্ত্বা, যিনি এক এবং অদ্বিতীয়। তিনি এ বিশ্বকে সুপরিকল্পিতভাবে সৃষ্টি করেছেন। তা হঠাৎ করে বা দুর্ঘটনাবশতঃ সৃষ্টি হয়নি (Al Qur'ān, 3:191)। বিশ্বব্যবস্থার প্রতিটি কার্যক্রম তিনি সক্রিয়ভাবে দেখাশুনা করছেন (Al Qur'ān, 38:27) এবং এর ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ঘটনা সম্পর্কে তিনি অবগত আছেন (Al Qur'ān, 23:15)।

খ. খিলাফত

মানবসত্তা পৃথিবীতে আল্লাহ্‌র খলিফা বা প্রতিনিধি (Al Qur'ān, 2:30, 6:165) এবং তার উপর অর্পিত দায়িত্ব যাতে কার্যকরভাবে পালন করতে পারে সে জন্য তাকে সব ধরনের আধ্যাত্মিক, মানসিক ও বস্তুগত সম্পদে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করা হয়েছে। খলিফা হিসেবে দায়িত্ব পালনে ইচ্ছা করলে সে স্বাধীনভাবে চিন্তা ভাবনা করে ভুল বা সঠিক এবং ন্যায় বা অন্যায় সিদ্ধান্ত নিতে পারে, যা মানবজীবনের অবস্থা, তার সমাজ ও ইতিহাসের গতিধারা পাল্টে দিতে পারে। প্রকৃতিগতভাবে সে ভালো এবং মহৎ (Al Qur'ān, 15:29) এবং যদি যথার্থ শিক্ষা ও নির্দেশনা পেয়ে থাকে ও যথার্থভাবে উদ্বুদ্ধ হয় তবে নিজের গুণাবলী ও মহত্ত বজায় রাখা এবং সামনের সমস্ত চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সে সক্ষম হবে। আল্লাহ তা'আলা এ বিশ্বকে যে সম্পদে সমৃদ্ধ করেছেন তা সীমাহীন। দক্ষতা ও ন্যায়পরায়ণতার সঙ্গে তা ব্যবহার করলে এটি মানবজাতির প্রয়োজন মিটানোর জন্য যথেষ্ট। এসব সম্পদ কিভাবে ব্যবহৃত হবে একজন মানুষ

তা নিজেই নির্ধারণ করতে পারে। তবে সে একমাত্র খলিফা নয়। বরং কোটি কোটি মানব সন্তান রয়েছে যারা তারই মত খলিফা। তাই সম্পদের উপযুক্ত ব্যবহার তখনই সম্ভব যখন তা করা হয় দায়িত্ববোধ, মাকাসিদ এবং আল্লাহ প্রদত্ত দিকনির্দেশনা ও নিষেধাজ্ঞার আলোকে (Chapra 2011, 193-194)।

গ. আদালত বা ন্যায়বিচার

তাওহীদ ও খিলাফতের ধারণার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে মানব ভ্রাতৃত্বের সঙ্গে আর্থ-সামাজিক ন্যায়বিচার না থাকলে তা একটি অন্তঃসারশূন্য ফাঁপা ধারণায় পর্যবসিত হয়। আদল বা ন্যায়বিচারকে ইসলামী আইনশাস্ত্রবিদগণ মাকাসিদ আশ্-শরী'আহ্র অপরিহার্য উপাদান বলে মনে করেন। এ ব্যাপারে তাঁরা এতই গুরুত্ব দিয়েছেন যে, ন্যায়বিচারহীন কোন সমাজকে একটি আদর্শ মুসলিম সমাজ হিসেবে কল্পনা করাই অসম্ভব মনে করেছেন (Chapra 2011, 199)। ইসলাম জুলুমকে সকল প্রকার অন্যায়, অবিচার, শোষণ, নির্যাতন ও অপকর্মের সঙ্গে তুলনা করে মানবসমাজ থেকে একে নির্মূল করার ব্যাপারে বদ্ধপরিকর।

মানবকল্যাণ ও টেকসই উন্নয়নে ইসলামী অর্থব্যবস্থার মূলনীতিসমূহ

মানবকল্যাণ ও টেকসই উন্নয়নের একমাত্র ও পরম উত্তরাধিকার হিসেবে ইসলামী অর্থব্যবস্থা তার নীতি, কর্মসূচী ও কর্মধারার মাধ্যমে যেসব মৌলিক আর্থ-সামাজিক লক্ষ্য হাসিল করে তা হলো:

১. শরী'আহ মোতাবেক সকল আর্থিক কার্যক্রম পরিচালনা করে। আল্লাহর বাণী:

﴿ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴾

অবশ্যই আল্লাহ মুমিনদের উপর অনুগ্রহ করেছেন, যখন তিনি তাদের মধ্য থেকে তাদের প্রতি একজন রাসূল পাঠিয়েছেন, যে তাদের কাছে তাঁর আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করে এবং তাদেরকে পরিশুদ্ধ করে আর তাদেরকে কিতাব ও হিকমাত শিক্ষা দেয়। যদিও তারা ইতঃপূর্বে স্পষ্ট ভ্রান্তিতে ছিল (Al Qur'ān, 3:164)।

মূলত ইসলামের দৃষ্টিতে মানব সমাজের গোটা অবকাঠামোর উন্নয়ন ও সংরক্ষণের ভিত্তি হলো এই তিনটি। সুতরাং ইসলামী অর্থনীতির মূল ভিত্তিও এই তিনটি।

২. সম্পদের ন্যায়ভিত্তিক বণ্টন নিশ্চিত করে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অন্যায়, অবিচার, জুলুম, শোষণ ও বৈষম্য দূর করে। আল্লাহ তাআলা বলেন:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

নিশ্চয় আল্লাহ ইনসাফ, সদাচার ও নিকট আত্মীয়দের দান করার আদেশ দেন এবং তিনি অশ্লীলতা, মন্দ কাজ ও সীমালঙ্ঘন থেকে নিষেধ করেন। তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দেন, যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর (Al Qur'ān, 16:90)।

আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন:

إِنَّ الْمُقْسِطِينَ عِنْدَ اللهِ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ، عَنْ يَمِينِ الرَّحْمَنِ عَزَّ وَجَلَّ، وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِينٌ، الَّذِينَ يَعْدِلُونَ فِي حُكْمِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ وَمَا وَلُوا

ন্যায় বিচারকগণ (কিয়ামতের দিন) আল্লাহর নিকটে নূরের মিম্বারসমূহে মহামহিম দয়াময়প্রভুর ডানপার্শ্বে উপবিষ্ট থাকবেন। আর আল্লাহর উভয় হাতই ডানহাত (সমান মহামান্বিত)। (সেই ন্যায়পরায়ণ হচ্ছে) ঐসব লোক, যারা শাসনকার্যে ন্যায়-ইনসাফ ও সততার সাথে শাসনকার্য পরিচালনা করে, নিজেদের পরিবারের লোকদের ব্যাপারে ও জনগণের ব্যাপারে ইনসাফ করে এবং তাদের উপর ন্যস্ত দায়িত্বের ক্ষেত্রে সুবিচার করে। (Muslim 1991, 1827)

৩. অর্থনীতি, ব্যবসা-বাণিজ্য ও লেনদেনের অন্য সব ক্ষেত্রে ন্যায়নীতি ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা করে আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থায় ভারসাম্য আনয়ন করে। এ ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলেন:

﴿مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ﴾

যে ধন-সম্পদ আল্লাহ জনপদবাসীদের কাছ থেকে নিয়ে তাঁর রাসূলকে দিলেন তা আল্লাহর জন্য তাঁর রসূলের জন্য আর রসূলের আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, মিসকীন ও পথিকদের জন্য যাতে তা তোমাদের মধ্যকার সম্পদশালীদের মধ্যেই আবর্তিত না হয় (Al Qur'ān, 59:7)।

৪. মানব সম্পদ ও বস্তুগত সম্পদের সুষ্ঠু ও কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করে মানুষের মৌলিক প্রয়োজন পূরণ এবং তাদের দুঃখ মোচন ও জীবন-মানের উন্নয়নে ভূমিকা রাখে। আল্লাহ তাআলা বলেন:

﴿ وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا﴾

আর যখন তারা ব্যয় করে তখন অপব্যয় করে না, আর কৃপণতাও করে না; এ দু'য়ের মধ্যবর্তী পন্থা গ্রহণ করে (Al Qur'ān, 25:67)।

৫. সুদের সর্বনাশা কুফল থেকে মানুষের অর্থনৈতিক জীবনকে মুক্ত করে এবং আয়ের উৎস হিসেবে শ্রমের মর্যাদা পরিপূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠা করে। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ তাআলা বলেন:

﴿ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴾

আল্লাহ সুদকে মিটিয়ে দেন এবং সদাকাকে বাড়িয়ে দেন। আর আল্লাহ অতি কুফরকারী পাপীকে ভালবাসেন না (Al Qur'ān, 2:276)।

৬. অর্থনীতিতে ব্যক্তি স্বার্থকেন্দ্রিক ভাবধারার মূলোৎপাটন করে ব্যষ্টিক ও সামষ্টিক কল্যাণের আদর্শ কায়েম করে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

﴿ وَ أَنْفِقُوا خَيْرًا لِأَنْفُسِكُمْ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾

(তাঁর পথে) ব্যয় কর, এটা তোমাদের নিজেদেরই জন্য কল্যাণকর। যারা অন্তরের সংকীর্ণতা থেকে রক্ষা পেল, তারাই সফলকাম (Al Qur'ān, 64:16)।

৭. দুর্নীতির মাধ্যমে বা অবৈধভাবে ধন-সম্পদ উপার্জনকে নিষিদ্ধ করে অর্থনীতিতে ন্যায়নীতি ও পরিশুদ্ধ পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করে। আল্লাহ তাআলা বলেন:

﴿ وَ لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾

তোমরা অন্যায়ভাবে পরস্পরের মাল গ্রাস করো না এবং জানা সত্ত্বেও অসৎ উপায়ে লোকের মাল গ্রাস করার উদ্দেশে তা বিচারকের নিকট নিয়ে যেও না। (Al Qur'ān, 2:188)

ইসলামে কল্যাণকর উন্নয়নশীল অর্থব্যবস্থার স্বরূপ

আল-কুরআন নির্দেশিত ও আল্লাহর রাসূল ﷺ প্রবর্তিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থাই হলো কল্যাণকর উন্নয়নশীল অর্থব্যবস্থা। যাকে আমরা ইসলামী অর্থব্যবস্থা হিসেবে জানি। এই অর্থব্যবস্থায় দুটি বিপরীতধর্মী ধারণা কার্যকর রয়েছে। একটি হলো, অর্থব্যবস্থায় ধন-সম্পদ একটি উত্তম ও গুরুত্বপূর্ণ বস্তু। কারণ তা যদি সুষ্ঠু পদ্ধতিতে পরিচালিত হয় তাহলে ধন-সম্পদের মাধ্যমে মানুষের মানসিক অবস্থা সংযত থাকে এবং তাতে তাদের আচার আচরণ ও স্বভাব চরিত্রও ঠিক থাকে। আর এটাই মানুষকে অন্যান্য জীবজন্তু থেকে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করে তোলে। পারস্পরিক কল্যাণের লক্ষে সম্পদকে যথাযথভাবে সর্বোচ্চ ব্যবহার এর মাধ্যমে সভ্যতার নির্মাণে কাজে লাগানো যায়। যা টেকসই উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করে মানুষের জীবনধারায় ব্যাপক পরিবর্তন এনে জীবনকে স্বাচ্ছন্দ্যময় করে তোলে। পক্ষান্তরে জীবন ব্যবস্থায় ধন-সম্পদ একটি নিকৃষ্টতর বস্তু। কারণ ধন-সম্পদকে কেন্দ্র করেই পরস্পরে ঝগড়া বিবাদ ও হিংসা বিদ্বেষের সৃষ্টি হয়। এমনকি ধন-সম্পদ বিত্তবান ব্যক্তির মানসিক শান্তি বিনষ্ট করে মন-মেজাযকে বিষিয়ে তোলে। তা অপরকে শোষণের প্রেরণা যুগিয়ে অর্থনৈতিক লুটতরাজে উদ্বুদ্ধ করে। এরূপ পরিস্থিতিতে ধন সম্পদ মানুষকে চরিত্রহীন করে তোলে। পরকাল ও আল্লাহ্‌র স্মরণ তথা আধ্যাত্মিক জীবনের প্রতি মানুষকে সম্পূর্ণ উদাসীন বানিয়ে দেয়। মযলুম ও নিপীড়িতদের উপর শোষণ অত্যাচার চালাবার নতুন নতুন পথ নির্দেশ করে। যা পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্ট্যাবলী (অর্থব্যবস্থার নেতিবাচক দিকগুলো) কল্যাণকর ও টেকসই উন্নয়নের পথে প্রধান অন্তরায় হিসেবে কাজ করে থাকে। সুতরাং অর্থব্যবস্থায় ধন-সম্পদের মর্যাদা ও গুরুত্ব বাড়াবাড়ি বিবর্জিত মধ্যাবস্থায় থাকাই সব চাইতে উত্তম। আর সুষ্ঠু অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ছাড়া সমাজে সে অবস্থা বিদ্যমান রয়েছে তা দূর করা মোটেও সম্ভব নয়। ইসলামী অর্থব্যবস্থা এ কাজটিই অনুপম ও পরিকল্পিত পন্থায় সম্পন্ন করেছে। সবার জন্য ইসলাম পবিত্র কুরআনে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কিত কতগুলো নীতি বর্ণনা করেছে। এসব নীতির ব্যাখ্যায় মহানবী ﷺ ও খোলাফায়ে রাশেদার যুগ বিশ্ববাসীর সামনে এক নজীরবিহীন বাস্তব কর্মপন্থা পেশ করেছে। এসব নীতি ও কর্মপদ্ধতিগুলো একটি বিধিবদ্ধ বিষয় ছাড়াই প্রতিটি মানুষের জন্য কল্যাণকর ও টেকসই উন্নয়ন বলে প্রমাণিত হয়েছে (Habibur Rahman 2005, 290-293)।

মানবকল্যাণ ও টেকসই উন্নয়নের পথে অন্তরায় ও প্রতিবন্ধকতাসমূহ

অর্থনৈতিক অস্থিরতা মানুষের সম্পদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করে। কৃত্রিম মুনাফা, ফটকাবাজি, সম্পদের কেন্দ্রীকরণ, স্বেচ্ছাচারী ভোগবিলাস, স্বার্থপরতা, নৈতিক অবক্ষয় ইত্যাদির কারণে সৃষ্ট অর্থনৈতিক মন্দায় আক্রান্ত হয়ে বারবার সর্বস্বান্ত হয়েছে বিপুলসংখ্যক মানুষ। ইসলামী অর্থনীতি সকল ধরনের অর্থনৈতিক অস্থিরতা রোধের মাধ্যমে মানুষের সম্পদের নিরাপত্তা বিধানে সচেষ্ট থাকে। অর্থনৈতিক মন্দা ও অস্থিরতা রোধে ইসলামী অর্থব্যবস্থায় রয়েছে কার্যকর ও ফলপ্রসূ ব্যবস্থা।

ইসলামী অর্থব্যবস্থায় মন্দা প্রতিকারের জন্য প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থার উপর গুরুত্বারোপ করা হয়। সুদ, মুনাফাখোরি, মজুতদারি, ফটকাবাজি ইত্যাদি অর্থনৈতিক মন্দার প্রধান কারণগুলো ইসলামে চিরতরে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। আর্থিক লেনদেন ও অর্থায়নের ক্ষেত্রে মন্দা সৃষ্টিকারী এসব উপাদানগুলো ইসলামী অর্থব্যবস্থায় পরিহার করা হয় বলে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কল্যাণকর ও টেকসই উন্নয়নের বিষয়টি সুনিশ্চিত হয়। মানবজাতির জন্য কল্যাণকর ও টেকসই উন্নয়নের পথে অর্থনৈতিক মন্দা সৃষ্টিকারী নিষিদ্ধ উপাদানগুলো হলো:

এক. সুদ

সুদ একটি বড় জুলুম। অর্থনৈতিক মন্দা, মুদ্রাস্ফীতি, স্থিতিশীল উন্নয়নে প্রতিবন্ধকতা, আয়বৈষম্য বৃদ্ধি ও আর্থ-সামাজিক অবিচার সৃষ্টিতে সুদের জুড়ি নেই। তাই ইসলামী অর্থব্যবস্থায় এটি নিষিদ্ধ। সুদ নিষিদ্ধ করা হলে গোটা আর্থিক ব্যবস্থা রূপান্তরিত (পরিবর্তিত) হয়ে সমতা (ইক্যুইটি) ও প্রকৃত সম্পদ এর ভিত্তিতে গড়ে ওঠে ('Uthmānī 2007, 78)।

দুই. ঘারার (অনিশ্চয়তা) ও ফটকাবাজি

ঘারার হলো, কোনো ব্যবসায় অথবা ব্যবসায়িক চুক্তিতে কিংবা আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তা। যার পরিমাণ লুকায়িত (অস্পষ্ট) ও যাতে হওয়া এবং না-হওয়া উভয় দিক বিদ্যমান। এ কারণে ঝুঁকিপূর্ণ বা প্রতারণামূলক ক্রয়-বিক্রয়কে বাই' আল-ঘারার বলা হয়। ঘারার বা অস্পষ্টতার কারণে ব্যবসা-বাণিজ্য, স্টক ও শেয়ার বাজারে ফটকাবাজির উদ্ভব হয়। ঘারার দূর করা হলে ফটকাবাজি ও অর্থনৈতিক অস্থিতিশীল অবস্থার সৃষ্টি হবে না (Khandakar 2015, 216)।

তিন. মাইসির বা জুয়া

মাইসির বা জুয়ার দ্বারা একপক্ষ অন্যায়ভাবে লাভবান হয় এবং অন্যপক্ষ চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এটির মাধ্যমে খুব সহজে ও পরিশ্রম ব্যতিরেকেই বিপুল অর্থ হস্তগত হয়। তাই একে মাইসির বলা হয় (Ibid)।

চার. জাহালাহ

জাহালাহ হচ্ছে এমন ধরনের লেনদেন যেখানে ক্রেতা জানে না যে, সে কী ক্রয় করছে অথবা বিক্রেতা জানে না যে, সে কী বিক্রয় করছে। সুতরাং ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে বিক্রিত পণ্যের নির্দিষ্টতা, পণ্যের মূল্য, বিক্রয়ের সময় এবং পণ্য হস্তান্তরের স্থান স্পষ্ট থাকা

আবশ্যক। একইভাবে বাণিজ্যিক চুক্তি সম্পাদনের ক্ষেত্রে চুক্তির বিষয়বস্তু সুস্পষ্ট না হলে সেখানেও জাহালাহ সৃষ্টি হতে পারে। তাই ইসলামী অর্থব্যবস্থায় ক্রয়-বিক্রয় এবং চুক্তি সম্পাদনে জাহালাহকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে (Khandakar 2015, 217)।

পাঁচ. বাই' আদ-দাইন বা ঋণ বিক্রয়

ঋণের বিনিময়ে ঋণ বিক্রয় করাকে বাই' আদ-দাইন বলে (Ibid)। অর্থাৎ ব্যক্তির অন্যের উপর উসুলযোগ্য ঋণ পাওনা থাকলে তা কম মূল্যে (ডিসকাউন্ট) অন্যের নিকট বিক্রয় করাকে বাই' আদ-দাইন বলে। ইসলামী ফিক্‌হ একাডেমির সকল সদস্য ঋণ বিক্রির নিষিদ্ধতাকে সর্বসম্মতিক্রমে কোন ধরনের বিরোধিতা ব্যতীত গ্রহণ করেছেন।

ছয়. বাই' বাতিল ও বাই' ফাসিদ

যে ক্রয়-বিক্রয় মূলগত ও গুণগত উভয় দিক থেকে শুদ্ধ নয় তাকে বাই' বাতিল বলা হয়। কেউ কেউ বলেছেন, বিক্রিত বস্তুটি যদি ইসলামী শরী'আহ্‌র দৃষ্টিতে মূল্যমানসম্পন্ন না হয় তা হলে তার ক্রয়-বিক্রয় বাতিল বলে গণ্য হবে (Faruk 2010, 100)।

সাত: দারার (ক্ষতি)

ইসলাম কারো কোনোরূপ ক্ষতি বা অনিষ্টকে নিষিদ্ধ করেছে। তাই ব্যক্তি কারো ক্ষতি করবে না এবং ক্ষতির সম্মুখীনও হবে না। আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন,

لا ضرر و لا ضرار

অন্যের ক্ষতি করাও যাবে না, নিজের ক্ষতিও বয়ে আনা যাবে না (Ibn Mājah ND, 2341)

মানবকল্যাণ ও টেকসই উন্নয়ন বাস্তবায়নের রোডম্যাপ

ইসলামী অর্থব্যবস্থায় মানবকল্যাণ ও টেকসই উন্নয়ন বাস্তবায়নের জন্য রোডম্যাপ উপস্থাপন করেছে। নিম্নে সংক্ষিপ্তাকারে সেগুলো উল্লেখ করা হলোঃ

১. শরী'আহ্‌র নীতিমালা ও দিকনির্দেশনার মানদণ্ডে উত্তীর্ণ ইসলামী অর্থব্যবস্থা

ইসলামী অর্থব্যবস্থার কর্মকাণ্ডের সকল স্তরে ইসলামী শরী'আহ্‌র নীতিমালা ও দিকনির্দেশনা মেনে চলা বাধ্যতামূলক। এ প্রক্রিয়ায় এর প্রধান দায়িত্ব হচ্ছে সুদ পরিহার করে ও শরী'আহ্‌সম্মত পন্থায় মানবগোষ্ঠীর সম্পদের বৈধতা ও পবিত্রতা নিশ্চিত করা। তাদের সম্পদের নিরাপত্তা বিধান ও বৃহত্তর কল্যাণে সকল কার্যক্রম নিবেদিত করা। তাই ইসলামী অর্থব্যবস্থায় মাকাসিদ আশ্‌-শরী'আহ্‌র মধ্যে রয়েছে:

এক. সম্পদের ইনসাফভিত্তিক বণ্টন নিশ্চিত করে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অবিচার, শোষণ, জুলুম ও বৈষম্য দূর করা।

দুই. ব্যবসা-বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক লেনদেনসহ সকল আর্থিক কার্যক্রমে ন্যায়নীতি ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা করা।

তিন. অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ব্যক্তি স্বার্থকেন্দ্রিকতার পরিবর্তে ব্যষ্টিক ও সামষ্টিক স্বার্থকে প্রাধান্য দেয়া।

চার. মানবসম্পদ ও বস্তুগত সম্পদের সঠিক ও কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করে সকলের মৌলিক প্রয়োজন পূরণ ও জীবনযাত্রার মান উন্নত করা।

পাঁচ. সুদের কুফল থেকে অর্থনীতিকে মুক্ত করে মুনাফাভিত্তিক একটি কল্যাণধর্মী অর্থব্যবস্থার ভিত্তি রচনা করা।

ছয়. সামষ্টিক সামাজিক দায়-দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে সমাজের ভারসাম্যপূর্ণ উন্নয়নে সহযোগিতা করা।

সাত. শরী'আহ অনুমোদিত পন্থায় পুঁজি সমাবেশকরণ ও তা বিনিয়োগের মাধ্যমে অর্থনীতিতে গতিশীলতা সৃষ্টি করা (Khandakar 2015, 217)।

অর্থব্যবস্থায় ইসলামী শরী'আহর প্রায়োগিক ব্যবহার অর্থব্যবস্থাকে কার্যকর ও শক্তিশালী করে তোলে। এর ফলে অর্থনৈতিক মন্দার সকল অনুষঙ্গ বিদায় নেয় এবং মানবসমাজ ইসলামী অর্থব্যবস্থার সুফল পেতে থাকে।

২. মাকাসিদ আশ-শরী'আহ্‌র আলোকে অর্থব্যবস্থার বাস্তবায়ন

ইসলামী শরী'আহ্‌র উদ্দেশ্য হিসেবে মানবকল্যাণ ও টেকসই উন্নয়নের ধারণা মুসলিম উম্মাহ্‌র শ্রেষ্ঠ মনীষীদের কাছে অতীব গুরুত্বের সাথে বিবেচিত হয়েছে। শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন, 'ইসলামী শরী'আহ এসেছে কল্যাণ অর্জন ও তার পূর্ণতাসাধন এবং অকল্যাণ দূরীভূত ও তার হ্রাসকরণের জন্য। ইবনুল কাইয়্যিম রহ. বলেন, ইসলামী শরী'আহ্‌র পুরোটাই সুবিচারপূর্ণ, সবটাই আল্লাহ্‌র মেহেরবানি, গোটা শরী'আহই কল্যাণ ও হিকমত। সুতরাং যেখানে সুবিচার নেই জুলুম আছে, দয়া-মমতা নেই কঠোরতা আছে, কল্যাণ নেই অকল্যাণ আছে এবং প্রজ্ঞা নেই নির্বুদ্ধিতা বা বোকামি আছে, তার সাথে শরী'আহর কোনো সম্পর্ক নেই' (Khandakar 2015, 91)।

ইসলামী শরী'আহ্‌তে অর্থনীতিকে আলাদা কোনো বিষয় মনে করা হয় না; বরং এটিকে ইসলামী জীবনব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য অংশ মনে করা হয়। সম্পদের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সার্বিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা ইসলামী অর্থব্যবস্থার প্রধান উদ্দেশ্য। আর এর মাধ্যমে কল্যাণকর অর্থব্যবস্থা ও টেকসই উন্নয়ন বাস্তবরূপ লাভ করে। ইসলামী অর্থব্যবস্থার অন্যান্য উদ্দেশ্যের মধ্যে রয়েছে আয় বৈষম্য ও অর্থনৈতিক অস্থিরতা হ্রাস এবং পূর্ণ বিনিয়োগ, কাম্য উৎপাদন ও ইনসাফপূর্ণ বণ্টন। মানুষের কল্যাণসাধন ও ক্ষতিবর্জনের ক্ষেত্রে মাকাসিদ আশ্‌শরী'আহ্‌র দৃষ্টিভঙ্গি চিত্রের মাধ্যমে দেখানো যায় :

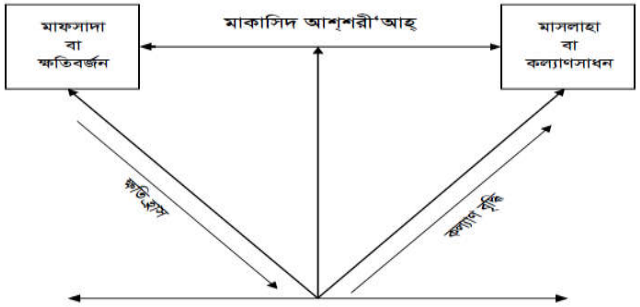

চিত্র : মাকাসিদ আশ্‌-শরী'আহ বাস্তবায়ন চিত্র (Khandakar 2015, 89)

৩. অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও নৈতিক শৃঙ্খলার বিধান অনুসরণ

সামাজিক কল্যাণের দিকে নজর দেয়া ইসলামের অন্যতম নীতি। এ নীতির আবর্তে ইসলামী অর্থব্যবস্থা তার দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট থাকে। অর্থসম্পদের ন্যায়ভিত্তিক বণ্টন ও আর্থ-সামাজিক সুবিচার কায়েম ইসলামী অর্থব্যবস্থার লক্ষ্য। ইসলামী অর্থব্যবস্থার নৈতিক বিধানের সারকথা হলো :

ক. সব সম্পদের নিরঙ্কুশ মালিক আল্লাহ। মানুষ ট্রাস্টি হিসেবে আল্লাহর আদেশ ও নিষেধ মেনে সে সম্পদ অর্জন ও ব্যবহার করবে (Al Qur'ān, 2:284; 57:10)।

খ. মানুষ সম্পদ ব্যবহার করবে ইহকালীন ও পরকালীন 'হাসানা' ও 'ফালাহ' (সুন্দর ও কল্যাণ) আহরণের জন্য (Al Qur'ān, 57:7; 63:10)।

গ. মানুষ 'মা'রূফ' বা কল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান কায়েম করবে। সমাজকে 'মুনকার' বা অকল্যাণমূলক সব বোঝা-বন্ধন ও কষ্ট-যাতনা থেকে মুক্ত করবে। এভাবে মানুষের জীবন ভারমুক্ত ও সহজ করবে (Al Qur'ān, 3:110)।

অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্থিতিশীলতার জন্য আল কুরআন নির্দেশিত বিধিবিধান ও নীতিমালা আবশ্যিকভাবে অর্থব্যবস্থায় প্রয়োগ করতে হবে। এর ফলে অর্থনীতিতে শৃঙ্খলা ফিরে আসবে এবং নৈতিক শৃঙ্খলতার বিধান প্রতিষ্ঠিত হবে।

৪. 'সম্পদ একটি আমানত'-এই ধারণার বাস্তবায়ন

মানুষের কাছে প্রাপ্ত সকল সম্পদই যেহেতু আল্লাহ প্রদত্ত, সেহেতু খলিফা হিসেবে মানুষ এর মূল মালিক নয়। সে শুধু আমনতদার (Al Qur'ān, 57:7)।

প্রথমত: সম্পদ মুষ্টিমেয় কিছু লোকের জন্য নয়, সকলের উপকারের জন্য (Al Qur'ān, 2:29)। তা অবশ্যই সকলের কল্যাণে ন্যায়পরায়ণতার সঙ্গে কাজে লাগাতে হবে।

দ্বিতীয়ত: প্রত্যেককে অবশ্যই বৈধভাবে সম্পদ অর্জন করতে হবে। যেমনিভাবে কুরআন ও সুন্নাহ্তে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। এর অন্যথা হল খিলাফতের দায়িত্বের লংঘন বলে বিবেচিত হবে (Al Qur'ān, 2:188)।

তৃতীয়ত: সম্পদ বৈধভাবে অর্জিত হলেও তা আমানতের শর্তের বাইরে ব্যয় করা যাবে না। আর এ আমানতদারিতা হচ্ছে শুধু নিজের এবং নিজের পরিবারের কল্যাণ নয়, অন্যের কল্যাণও বটে (Al Qur'ān, 28:77)। একজন আমানতদার হিসেবে মানুষের জন্য এটি শোভন নয় যে, সে স্বার্থপর, সম্পদলিপ্সু ও বিবেকবর্জিত হবে এবং শুধু নিজের কল্যাণেই কাজ করবে।

চতুর্থত: কেউই আল্লাহ প্রদত্ত সম্পদ ধ্বংস বা অপচয় করার অধিকারী নয়। এধরনের কাজকে কুরআন ফাসাদ সৃষ্টির সঙ্গে তুলনা করেছে (দূরাচার, দুবৃত্তি ও অসততা)। আল্লাহ ফাসাদকে ঘৃণা করেন (Al Qur'ān, 2:205)। যখন প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর রা. ইয়াযিদ বিন আবু সুফিয়ানকে কোনো এক যুদ্ধের দায়িত্ব দিয়ে পাঠালেন, তখন তিনি তাকে বাছবিচার না করে হত্যা করতে এবং এমনকি শত্রু দেশের শস্যক্ষেত বা জীবজন্তু ধ্বংস করতে নিষেধ করেছিলেন

(Al Māwardī 1969, 427)। সুতরাং কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে প্রমাণিত যে, ইসলাম মানব সম্পদের অতন্দ্র প্রহরী এবং রক্ষাকবচ।

৫. অংশীদারীভিত্তিক বিনিয়োগ ব্যবস্থার প্রবর্তন

অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার মাধ্যমে সামাজিক কল্যাণ নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে অংশীদারিত্বভিত্তিক পদ্ধতি কার্যকর ভূমিকা পালন করে থাকে। অংশীদারি পদ্ধতির মূলনীতি হলো, ঝুঁকির সাথে লাভ এবং লাভের সাথে ঝুঁকি। এ নীতির আলোকে অর্থায়নকারীকেও ঝুঁকি বহন করতে হয়। ফলে ঝুঁকি শুধু উদ্যোক্তার প্রতি বর্তায় না। এভাবে লাখ লাখ অংশীদার লোকসান গ্রহণ করলে প্রত্যেকের ভাগে লোকসানের পরিমাণ কমই হয়, যা বহন করা প্রত্যেকের জন্য সহজ এবং কেউ দেউলিয়া হয় না। সকল অংশীদার পুঁজি সরবরাহ ও ঝুঁকি বহন করে বলে বড় ধরনের প্রকল্পে অর্থায়ন সম্ভব হয়। অংশীদারি পদ্ধতিতে সরবরাহকারীগণ মূলধনের আনুপাতিক হারে ক্ষতি বহন করে বলে বিনিয়োগ প্রদানের ক্ষেত্রে গ্রাহকের দক্ষতা ও কারবারের উৎপাদনশীলতা বিবেচনা করতে হয়। এ কারণে অনুৎপাদনশীল ও বিলাসিতামূলক খাতে বিনিয়োগের অর্থ ব্যবহারের সুযোগ খুব একটা থাকে না (Khandakar 2015, 219-221)। অংশীদারী বিনিয়োগ পদ্ধতির মাধ্যমে ইসলামী অর্থব্যবস্থার মৌলিক সৌন্দর্য্য ফুটে উঠে। এজন্য অংশীদারী পদ্ধতিকে ইসলামী অর্থব্যবস্থায় শ্রেষ্ঠ ও অধিকতর নির্ভরযোগ্য বিনিয়োগ পদ্ধতি হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

৬. কৃত্রিম লেনদেন প্রতিরোধে ক্রয়-বিক্রয়ের শর্তাবলী

কৃত্রিম লেনদেন প্রতিরোধকল্পে ইসলামী শরী'আহ ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে কতগুলো শর্তারোপ করেছে (Ibid)। একটি বিশুদ্ধ ক্রয়বিক্রয়ের শর্ত হলো:

ক. পণ্য বিক্রেতার অধিকারে আসার পূর্বে তা বিক্রয় করা বৈধ নয়।

খ. বিক্রেতার দখলে থাকা অবস্থায় পণ্য নষ্ট হলে এর দায়-দায়িত্ব তাকেই বহন করতে হবে।

গ. বিক্রিত পণ্য অবশ্যই বাস্তব হতে হবে, কাল্পনিক কিংবা কৃত্রিম হওয়া যাবে না।

ঘ. লেনদেন অবশ্যই প্রকৃত (genuine) হতে হবে এবং পণ্য ক্রেতার কাছে হস্তান্তরের উদ্দেশ্যে হতে হবে।

ঙ. অস্তিত্বহীন, অজ্ঞাত ও হস্তান্তর অযোগ্য বস্তু ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ।

ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে উক্ত শর্তাবলী পরিপালিত হলে অর্থনীতি শক্ত ভিতের উপর প্রতিষ্ঠিত হয় এবং কোনো ধরনের অকল্যাণ ও আর্থিক সঙ্কটই অর্থনীতিকে সহজে দুর্বল করতে পারে না। এর ফলে টেকসই উন্নয়নের মজবুত ভিত রচিত হয়। ক্রয়-বিক্রয়ের মূল কথা হচ্ছে সমান সমান মূল্য ও পারস্পরিক বিনিময়। উবাদা ইবন সামিত রা. থেকে বর্ণিত হাদীসে সমজাতের বস্তু ক্রয়-বিক্রয় এবং অসমজাতের পণ্য-সামগ্রী ক্রয়-বিক্রয়ের বিধান বর্ণনা করা হয়েছে (Muslim 1991, 1587)। হাদিসটিতে ছয়টি পণ্যের উল্লেখ থাকলেও বর্ণিত বিধি-বিধান সকল পণ্য-সামগ্রীর

ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। অর্থনীতিতে সঙ্কটের মৌলিক কারণ হলো কৃত্রিম লেনদেন, যা অর্থনীতিকে ফাঁপা বেলুনে রূপান্তর করে তোলে। ফলশ্রুতিতে অর্থব্যবস্থা দীর্ঘমেয়াদি সঙ্কটে নিপতিত হয়। সুতরাং সঙ্কট থেকে উত্তরণে মানবজাতিকে আল কুরআন ও আল হাদীসে বর্ণিত অর্থব্যবস্থার দিকে ফিরে আসতে হবে। তবেই আর্থিক সঙ্কট দূরীভূত হয়ে কল্যাণকর অর্থব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা লাভ করবে।

৭. প্রকৃত পণ্য ও সম্পদে (রিয়েল ইকোনমি) অর্থায়ন

রিয়েল ইকোনমি (পণ্য সামগ্রী, বাড়ি, গাড়ি, জমি, মেশিন, কারখানা ইত্যাদি দৃশ্যমান বস্তুর সাথে সম্পর্কিত) -এর চেয়ে ফাইনান্সিয়াল ইকোনমি (আর্থিক মূল্য রয়েছে এমন ক্রয়-বিক্রয়যোগ্য কাগুজে দলীল যার মূল্য সাধারণত জনসাধারণের ইচ্ছায় উঠানামা করে) এর মূল্যবৃদ্ধি অর্থনীতিতে সঙ্কট সৃষ্টি করে। তাই ইসলামী অর্থব্যবস্থায় প্রকৃত পণ্য, সেবা ক্রয়-বিক্রয় বা ভাড়ার ভিত্তিতে অর্থায়ন করে থাকে।

৮. ইসলামী অর্থব্যবস্থায় অভাব ও প্রয়োজন-এর ভারসাম্যমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ

সনাতন অর্থনীতিতে কোন দ্রব্যের উপযোগ অর্থাৎ পার্থিব কল্যাণ থাকলে ভোক্তারা তার অভাব অনুভব করে। পক্ষান্তরে কোনো দ্রব্যের মাসলাহা অর্থাৎ পার্থিব ও পারলৌকিক কল্যাণ উভয়ই থাকলে একজন ইসলামী ভোক্তা তার প্রয়োজন অনুভব করে। ইমাম আল-শাতিবি ইসলামী শরী'আহ্‌র পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যালোচনা করে প্রয়োজনকে তিন স্তরে ভাগ করেছেন:

ক. জরুরিয়াত বা অত্যাবশ্যকীয়;

খ. হাজিয়াত বা পরিপূরক, এবং

গ. তাহসিনিয়াত বা উন্নতিমূলক (Habibur Rahman 2005, 43)।

ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে সমাজে যে বস্তুগুলো জরুরিয়াত বা অত্যাবশ্যক বলে বিবেচিত সেগুলো হলো:

১. জীবনের মৌলিক চাহিদা পূরণ। অর্থাৎ খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা ও শিক্ষার দাবী মেটানো;

২. সম্পত্তি সংরক্ষণ, সম্পদের অপচয়রোধ ও অন্যের সম্পত্তি গ্রাস করা থেকে বিরত থাকা;

৩. যাবতীয় নেশার সামগ্রী এবং বিচার শক্তিকে কলুষিত করে এমন সব দ্রব্যের উৎপাদন, বণ্টন ও ভোগ নিষিদ্ধকরণ;

৪. যাকাত আদায় ও বণ্টনের ব্যবস্থা করা (Habibur Rahman 2005, 44)।

হাজিয়াতের মধ্যে ঐসব বিষয় অন্তর্ভুক্ত যেগুলোর সরবরাহ বা ব্যবহার ব্যক্তি মানুষের জীবনকে কঠোরতা হতে কিছুটা আরাম বা স্বস্তির দিকে নিয়ে যায়। তাহসিনিয়াত তার চেয়ে আরও এক ধাপ উপরে। এখানে যেসব দ্রব্যসামগ্রী ভোগ করা হয়, ব্যবহার করা হয় অথবা সেবা পাওয়া যায় তা জীবন-যাপনের গুণগত মান বৃদ্ধি করে। বিশেষত: পেশাদারী জীবন বা বিশেষজ্ঞদের জন্যে যা হাজিয়াত বলে বিবেচ্য

সাধারণ লোকের জন্যে তাই-ই তাহসিনিয়াত বলে বিবেচ্য হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, এয়ারকুলার কোন গবেষণাগারের জন্য জরুরিয়াত, প্রতিষ্ঠানের জন্যে হাজিয়াত এবং বাসগৃহের জন্যে তাহসিনিয়াত হিসেবেই গণ্য হবে (Ibid)। জরুরিয়াত, হাজিয়াত ও তাহসানিয়াতকে মানুষের প্রয়োজনের আলোকে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে ব্যবহার করাই হলো ইসলামী অর্থায়ন পদ্ধতির অন্যতম লক্ষ্য।

৯. আয় ও সম্পদের সমতাভিত্তিক বণ্টন ব্যবস্থা

চাহিদাপূরণ সত্ত্বেও আয় ও সম্পদে চরম অসাম্য সৃষ্টি হতে পারে। তাই এ ক্ষেত্রে ইসলামী শিক্ষার গুরুত্ব দেয়া হয় যে, সম্পদ কেবল সমগ্র মানবসত্তার জন্য আল্লাহর দানই নয়, বরং তা একটি আমানতও বটে। সুতরাং গুটিকতক লোকের হাতে সম্পদ কুক্ষিগত থাকার কোনো কারণ নেই। অসাম্য দূরীকরণের লক্ষ্যে কার্যকর কর্মসূচি না থাকলে ইসলামের কাঙ্ক্ষিত ভ্রাতৃত্ববোধ সৃষ্টি তরাণ্বিত করার পরিবর্তে ধ্বংসই এনে দেবে। অতএব ইসলাম শুধু সম্মনজনক উপার্জনের উৎসের মাধ্যমে প্রত্যেকের চাহিদাই পূরণ করতে চায় না, বরং উপার্জন ও সম্পদের সমতাভিত্তিক বণ্টনের উপর গুরুত্ব প্রদান করে। কুরআনের ভাষায়, 'সম্পদ যেন কেবল তোমাদের ধনীদের মধ্যেই আবর্তিত না হয় (Al Qur'ān, 57:7)। ইসলামী অর্থব্যবস্থায় সমাজের সকল শ্রেণি, পেশা, ধর্ম, বর্ণ ও বয়সের মানুষের অর্থনৈতিক নিশ্চয়তা প্রদান করে থাকে। এর ফলে যাদের কাছে উদ্বৃত সম্পদ রয়েছে তা শরী'আহ নির্দেশিত বিভিন্ন পদ্ধতির মাধ্যমে সমাজের বঞ্চিত মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়া হয়। এর দরুণ সমাজে আয় ও সম্পদের সমতাভিত্তিক বণ্টন নিশ্চিত হয়।

১০. ন্যায়সঙ্গত রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের বিধান

ইসলামী অর্থব্যবস্থায় অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ব্যক্তি ও রাষ্ট্রকে অবশ্যই মা'রূফ বা সুনীতির প্রতিষ্ঠা এবং মুনকার বা দুর্নীতির প্রতিরোধ করতে হবে (Habibur Rahman 2005, 30)। অর্থনীতিতে সুনীতি প্রতিষ্ঠার অর্থ হচ্ছে সমস্ত উপায়ে সুবিচারমূলক অর্থনীতি গড়ে তোলা। আর দুর্নীতি প্রতিরোধের অর্থ হচ্ছে সব ধরনের অর্থনৈতিক জুলুম ও শোষণের পথ বন্ধ করা ।

১১. যুগপৎভাবে দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ অর্জন

ইসলামী অর্থব্যবস্থায় আদল, ইনসাফ, সুবিচার ও ভারসম্যপূর্ণ বণ্টন দ্বারা সকল মানুষের কল্যাণ সাধন বা মানবকল্যাণ নিশ্চিত করে থাকে। এ অর্থব্যবস্থা উৎপাদন, উপার্জন ও উন্নয়নমুখী। ইসলামী অর্থব্যবস্থার সামগ্রিক উদ্দেশ্য হলো ইসলামী শরী'আহ্‌র উদ্দেশ্যাবলি বাস্তবায়ন। সুতরাং ইসলামী অর্থব্যবস্থার শ্রেষ্ঠত্ব হলো, তাকওয়ার ভিত্তিতে দুনিয়ায় সুন্দর, স্বচ্ছন্দ্য ও সৌহার্দ্যপূর্ণ জীবন যাপনের মাধ্যমে আখিরাতের চূড়ান্ত সাফল্য অর্জন করা। অর্থাৎ, যুগপৎভাবে বৈষয়িক ও আধ্যাত্মিক উন্নয়ন সাধন করা (Habibur Rahman 2005, 17-18)। যুগপৎ কল্যাণের জন্য আল্লাহ আমাদেরকে এ দু'আ শিখিয়েছেন:

﴿ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴾

হে আমাদের রব, আমাদেরকে দুনিয়াতে কল্যাণ দিন। আর আখিরাতেও কল্যাণ দিন এবং আমাদেরকে আগুনের আযাব থেকে রক্ষা করুন। (Al Qur'ān, 2:201)

১২. যাকাত ও উশর ব্যবস্থা কায়েম

আল-কুরআনে নামায কায়েমের পরই যাকাত ও উশর আদায়ের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আল্লাহ তা'আলার নির্দেশেই যাকাত আদায়ের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবীগণকে উদ্বুদ্ধ করেন এবং এজন্য একটা প্রশাসনিক কাঠামো গড়ে তোলেন। ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার সম্পদ বণ্টন তথা সামাজিক সাম্য অর্জনের অন্যতম মৌলিক প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা হিসেবেই যাকাত গণ্য হয়ে থাকে। সমাজে আয় ও সম্পদ বণ্টনের ক্ষেত্রে বিরাজমান ব্যাপক পার্থক্য হ্রাসের জন্যে যাকাত একটি অত্যন্ত উপযোগী হাতিয়ার। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যাকাত কাদের প্রাপ্য অর্থাৎ কাদের মধ্যে যাকাতের অর্থ বণ্টন করে দিতে হবে সে সম্পর্কে সুস্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন,

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

'যাকাত হলো কেবল দরিদ্র ও অভাবীগণের জন্য, যে সকল কর্মচারীর উপর আদায়ের ভার আছে তাদের জন্য, যাদের মন (সত্যের প্রতি) সম্প্রতি অনুরাগী হয়েছে তাদের জন্য, গোলামদের মুক্তির জন্যে, ঋণগ্রস্তদের জন্য, আল্লাহ্‌র পথে (মুজাহিদদের) এবং মুসাফিরদের জন্যে। এটি আল্লাহ্‌র তরফ হতে ফরয এবং আল্লাহ সব জানেন ও বুঝেন (Al Qur'ān, 9: 60)।

১৩. বায়তুলমালের প্রতিষ্ঠা

আল্লাহর রাসূল ﷺ মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে বায়তুলমালেরও প্রতিষ্ঠা করেন। বায়তুলমাল বলতে সরকারের অর্থ সম্বন্ধীয় কর্মকাণ্ড বোঝায় না; বরং বিভিন্ন উৎস হতে অর্জিত ও রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমাকৃত ধন-সম্পদকেই বায়তুলমাল বলা হয়। দুই ধরনের বায়তুল মাল রয়েছে। এক. বায়তুল মাল আল আম, দুই. বায়তুল মাল আল খাস। প্রথমোক্ত বায়তুল মাল থেকে জনসাধারণের ব্যবসায়িক বিনিয়োগের চাহিদাও মেটানো হতো। ইসলামী রাষ্ট্রের সকল নাগরিকেরই এতে সম্মিলিত মালিকানা রয়েছে। ইসলামী রাষ্ট্রের বায়তুলমালে সঞ্চিত ধন-সম্পদের উপর জাতি-ধর্ম-বর্ণ-ভাষা নির্বিশেষে জনসাধরণের অধিকার স্বীকৃত (Habibur Rahman 2005, 23)। তবে আনুষ্ঠানিক ভাবে বায়তুলমালের প্রচলন শুরু হয় উমর ব. এর শাসন আমল থেকে। আধুনিক দুনিয়া ইসলামের এ ধারণা গ্রহণ করে খোলাফায়ে রাশেদার পথ অনুসরণ করলে রাষ্ট্রীয়ভাবে অর্থনীতিতে শৃঙ্খলা ফিরে আসবে। দরিদ্র ও বঞ্চিত জনগোষ্ঠী তাদের অন্ন, বস্ত্র ও বাসস্থানের অধিকার ফিরে পাবে এবং ধনী ব্যক্তির সম্পদের পাহাড় তৈরীর সুযোগ থাকবে না। এর ফলে অর্থব্যবস্থায় একটি টেকসই উন্নয়ন গতিশীল রূপ লাভ করবে।

১৪. মিরাসী আইনের পূর্ণ বাস্তবায়ন

সম্পদ একস্থানে পুঞ্জীভূত হয়ে যে পুঁজিবাদের সৃষ্টি করে, ব্যক্তির মৃত্যুর অব্যবহিত পরই তা নানাভাবে বিভক্ত করে দেয় যে ব্যবস্থা, তার নাম ইসলামের মিরাসী আইন। আল্লাহ তাআলা আল-কুরআনে সম্পত্তির উত্তারাধিকারের আইন ও নীতিমালা ঘোষণা করেছেন (Al Qur'ān, 4:11-12)। ইসলামী অর্থব্যবস্থায় ব্যক্তি মালিকানার যে অধিকার রয়েছে, তা ব্যক্তির নিজ জীবন পর্যন্তই সীমাবদ্ধ নয়, বরং তা উত্তরাধিকার সূত্রে বংশানুক্রমিকভাবে অনন্তকাল চলতে থাকবে। ধন-সম্পদ বণ্টনের যত নিয়ম ও পন্থা রয়েছে, তন্মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক নির্ভুল ও কার্যকরী ব্যবস্থা হলো মিরাসী ব্যবস্থা। তাই এ ব্যবস্থার গুরুত্বের প্রতি লক্ষ্য রেখে নবী করিম ﷺ বলেছেন, 'উত্তরাধিকার আইন নিজেরা শিখ, অন্যকে শিক্ষা দাও। কারণ এটি জ্ঞানের অর্ধেক' (Ibn Mājah ND, 2719)। মিরাসী আইনের বাস্তবায়ন করা ইসলামী অর্থব্যবস্থার অন্যতম লক্ষ্য। এই আইন প্রতিষ্ঠিত হলে মানুষ অন্যায়ভাবে একে অপরের সম্পদ গ্রাস করতে পারবে না। বিশেষ করে উত্তারাধিকারগণ তাদের সম্পদে ন্যায্য হিস্যা বুঝে পাবে।

১৫. করযে হাসানা ও মুদারিবাতের প্রবর্তন

পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থায় লগ্নী কারবার বা ঋণভিত্তিক ব্যবসায়ে যত প্রকার জুলুম ও শোষণের অবকাশ রয়েছে তা দূর করার জন্য ইসলামী অর্থব্যবস্থায় করযে হাসানা(Al Qur'ān, 2:245)ও মুদারিবাতের প্রবর্তন করা হয়েছে। ব্যক্তিগত প্রয়োজন ছাড়াও ব্যবসায়িক বিনিয়োগ, কৃষিকাজের জন্য সমাজের সম্পদশালী ব্যক্তিদের নিকট থেকে করযে হাসানা নেয়ার প্রথা চালু হয় ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার সূচনালগ্ন থেকে। এর মাধ্যমে মানবকল্যাণের ধারা অব্যাহত থাকে এবং টেকসই উন্নয়ন অবহেলিত সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। করযে হাসানার মাধ্যমে ইসলামী অর্থব্যবস্থার অনুপম সৌন্দর্য্য ফুটে ওঠে। আর মুদারিবাত এর মাধ্যমে ইসলামী অর্থায়নের অন্যতম একটি শ্রেষ্ঠ পদ্ধতি অর্থনীতিতে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার দ্বারা স্থিতিশীল অবস্থা বিরাজ করে।

উপসংহার

মানবকল্যাণ ও টেকসই উন্নয়ন একটি অপরটির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সমাজে টেকসই উন্নয়নের মাধ্যমে মানবকল্যাণ সুনিশ্চিত হয়। মহান আল্লাহ মানবজাতিকে গোটা দুনিয়ার সমুদয় সম্পদকে অখণ্ড কল্যাণের জন্য দিয়ে তাদের অধীন করে দিয়েছেন। কোন্‌টিতে মানুষের জন্য কল্যাণ ও মঙ্গল নিহিত রয়েছে আর কোন্‌টিতে ক্ষতি রয়েছে তাও তিনি তাদের সামনে বর্ণনা করে দিয়েছেন। মানুষের দায়িত্ব ও কর্তব্য হলো আল্লাহ্‌র নির্দেশিত ও রাসূল ﷺ এর দেখানো পথেই কল্যাণ ও টেকসই উন্নয়নের পদ্ধতির খোঁজ করা। নতুবা কল্যাণের পরিবর্তে অকল্যাণে সমাজ ছেয়ে যাবে। সনাতন পদ্ধতিতে মানুষ টেকসই উন্নয়নের যেই ধারণা লাভ করেছে তার ইতিহাস খুবই অল্প সময়ের। বিগত শতাব্দীর গোধুলীলগ্নে মানুষ টেকসই উন্নয়নের ধারণা পেলেও এর চূড়ান্ত ধারণা মানব রচিত পন্থায় পাওয়া অসম্ভব। এর ফলে টেকসই উন্নয়নের অন্যতম থিউরি 'ধারাবাহিক উন্নয়ন' মানুষ অর্জন করতে

বারবার ব্যর্থ হচ্ছে। এর একমাত্র একটি কারণ রয়েছে, আর তা হলো মানুষ কুরআন-সুন্নাহর নির্দেশিত পথে কল্যাণ ও টেকসই উন্নয়নকে তালাশ না করা। কেননা পবিত্র কুরআনে হাকিমে মহান আল্লাহ আজ থেকে প্রায় সাড়ে চৌদ্দশত বছর পূর্বে মানবকল্যাণ ও টেকসই উন্নয়নের সুস্পষ্ট ধারণা ও দিক-নির্দেশনা দিয়ে তা মানবমণ্ডলীর সামনে উপস্থাপন করেছেন। সামগ্রিকভাবে কাঠামোবদ্ধ পদ্ধতিতে তা ইসলামী অর্থব্যবস্থায় বিষদ বর্ণনা করা হয়েছে। তাই আজকের অশান্ত পৃথিবীতে আমরা দেখতে পাই, একমাত্র ইসলামী অর্থব্যবস্থার চিরায়ত দর্শন মানবজাতির জন্য কল্যাণের শাশ্বত ধারণা প্রদান করে অব্যাহতভাবে টেকসই উন্নয়নকে ব্যাপকহারে প্রতিষ্ঠা করে অবদান রেখে চলছে।

Bibliography

Al Qur'ān Al Karīm

'Abdul Mannān, Muḥammad. 2011. *Islami Bankbabostha.* Dhaka: Central Shariah Board of Islamic Banks of Bangladesh.

'Abdur Raḥīm, Muḥammad. 2006. *Islami Shariater Utsha*. Dhaka: Khairun Prokashoni

Al Ghazālī, Abū Ḥāmid Muḥammad. ND. *Al Mustaṣfā*. Al Qāhirah: Maktabah Al Jundī

Al Bukhārī, Abū 'abd Allah Muḥammad Ibn Ismā'īl. 2000. *Al Adab Al Mufrad*. Al Jubail: Dār Al Ṣadīq

Ahmed, Salehuddin. 2021. "Bangladesher Teksai Unnayan Paryalochana O Karaniyo" *Kaler Kantho,* Jun. 26. May 06, 2023. https://www.kalerkantho.com/online/national/2021/06/26/1047003

Abumoghli, Iyad. "The Islamic Principles on Sustainable Development." EcoMENA, Aug.15, 2022. https://www.ecomena.org/islam-sustainable-development/

Al Māwardī, Abū Al Ḥasan 'Alī Ibn Muḥammad. 1969. *Al Aḥkām Al Sulṭāniyyah.* Al Qāhirah: Maṭba'ah 'Īsā Al Bābī Al Ḥalabī.

Chapra, M. Umer. 2011. *Islam O Arthonoitik Challenge*. Translated By : Miah Muhammad Ayub, AKM Salehuddin, Khandker Rashedul Haque, Amanullah. Dhaka: Bangladesh Institute of Islamic Thought

- 2009. *Islami Orthonitite bankbybostha o Mudranitir Ruprekha*. Trans. by: Muhammad Shofif Hossain. Dhaka: Islamic Economics research Bureau

Faruk, Kazi Omar. 2010. *Islami Banking tottow o Onushilon*. Dhaka: Muktadesh Prokashoni

Habibur Rahman, Shah Muhammad. 2005. *Islami Arthoniti: Nirbachito Probondho*. Rajshahi: The Rajshahi Student's welfare Foundation

Hornby, A S. 1995. Oxford Advanced Learner's Dictionary, UK: Oxford University Press

Heydari, Morteza. 2014. ''Islami Banking Bonam Procholito Banking : Mohamonda Uttor karjokrom'' *Islami Banking* Jan.2014, 28-33

Ibn Mājah, Abū 'Abd Allah Muḥammad Ibn Yazīd. ND. *Sunan Ibn Mājah*. Edited by : Fuwād 'Abd Al Bāqī. Al Qāhirah: Maṭba'ah Dār Iḥyā Al kutub Al 'Arabiyyah

Khandakar, Mohammad Rahmatullah. 2015. *Maqasid as- Shariah O Islamer Sowndarja.* Dhaka: Muktadesh Prokashon

- 2015.ÒMaqasidas- Shariah : Manobkollayan, Unnayan O OdhikarÓ *Islami Banking* Sep.2015, 86-116.
- 2020. "Islami BankByabosthar Swondarja O Sreshthotto."*Bangladesh Barta* (blog). Accessed May 10, 2023.https://bangladeshbarta.blogspot.com/2020/10/blog-post_76.html.

Muslim, Abū Al Ḥusain Muslim Ibn Al Ḥajjāj. 1991. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Al Qāhirah: Dār Al Ḥadīth

Rahman, Atiur. 2014. *Manobik Banking.* Dhaka: Anyaprokash

R. E. Munn. 1990. *ÔTowards Sustainable Development: An Environmental PerspectiveÕ*. Edited by F. Archibugi and P. Nijkamp. Dordrecht: Kluwer Academic Publications

Schmidheiny, Stephan Ernst. 1992. *Changing Course: A Global Business Perspective on Development and Environment*. London: MIT Press

Shamsul Alam, A. Z. M. 2003. *Islami Orthonitir Ruprekha*. Dhaka: Islamic Foundation Bangladesh

'Uthmānī, Muḥammad Taqī. 2007. *Sud Nishiddho: Pakistan Supreme Court Er Oitihasik Ray*. Translated by: Muhammad Sharif Hossain. Dhaka: Notun Safar Prokashani